ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-233 ■ 3 June, 2025 ■ আগরতলা ৩ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৬৬টি ত্রাণ শিবিরে ১০,৮১৩ জন অবস্থান করছেন

২১৯টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত, কমেছে হাওড়ার জলস্তর

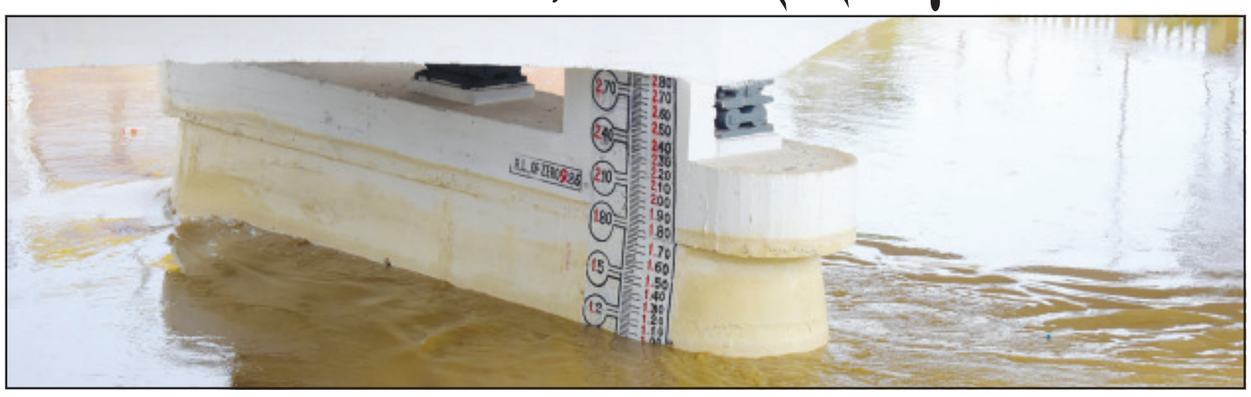

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গত ৩১ মে থেকে সারা রাজ্যেই ভারী এবং অতিভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে (আইএমডি) খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা ও কমলা সঙ্কেত জারি করা হয়েছে। অন্য ৫টি জেলার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজ রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ পর্যন্ত সারা রাজ্যে ৬৬টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। শিবিরগুলিতে ২,৯২৬ পরিবারের ১০,৮১৩ জন অবস্থান করছেন। তাদের খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তা এবং আবশ্যিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৫০টি ত্রাণ শিবিরে ২,৩৫২টি পরিবার অবস্থান করছে। রাজস্ব দপ্তর থেকে বলা হয়েছে প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী গোমতী, খোয়াই, সিপাহীজলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২১৯টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১টি ঘর পুরোপুরি ১০৪টি ব্যাপক এবং ১২৪টি ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ণ করা হচ্ছে।

গোমতী জেলায় গাছ পড়ে আটকে যাওয়া রাস্তা বনদপ্তরের কর্মীরা পরিস্কার করে দিয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় আগরতলায় হাওড়া নদীর জলস্তর অনেকটাই কমে এসেছে। বর্তমানে তা বিপদসীমার নিচ দিয়ে বইছে। রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে উচ্চপর্যায়ে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

৪ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। আগামী ৪ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জারি করেছে আবহওয়া দফতর। তার পাশাপাশি, বজ্রবিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়ার সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ম তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ৪ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি, বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত আগরতলায় ৩৬.৮ এমএম, লেম্বুছড়া ৪২.৪ এমএম, বোধজংনগর ৩৫.৫ এমএম, ডিএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত উত্তরপূর্ব

সিকিমের সেনা ক্যাম্পে ভূমিধসে মৃত ৩, নিখোঁজ ৬

গ্যাংটক, ২ জুন ।। অবিরাম ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট এক ভয়াবহ ভূমিধসে সিকিমের লাচেন জেলার ছাতেন-এ অবস্থিত একটি ভারতীয় সেনা ক্যাম্প ১লা জুন, ২০২৫ সন্ধ্যায় আঘাত হেনেছে। রাত প্রায় ৭টায় সংঘটিত এই ভূমিধসের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং সেনা কর্মীদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্রুত এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণতি মোকাবিলায় উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, চারজনকে সামান্য আঘাত নিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রীতপাল সান্ধু (জিএসও-১), তাঁর স্ত্রী স্কোয়াড্রন লিডার আরতি বি সান্ধু (অবসরপ্রাপ্ত), কন্যা আমাইরা সান্ধু, সুবেদার ধর্মবীর, সিপাহী সাইনুদ্দিন পি কে এবং সিপাহী সুনীলাল মুছাহারি। অন্যদিকে, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ল্যান্স নায়েক মণীশ ঠাকুর, হাবিলদার লখবিন্দর সিং এবং পোর্টার অভিষেক লাকরা। সেনাবাহিনী নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে এবং এই কঠিন সময়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। কঠিন পরিস্থিতিতে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে কারণ দলগুলি নিরলসভাবে কাজ করছে ছয়জন নিখোঁজ কর্মীকে খুঁজে বের করতে এবং বাঁচাতে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ভূখণ্ডের চ্যালেঞ্জিং প্রকৃতি উদ্ধারকারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি করছে। তা সত্ত্বেও, উদ্ধারকারী দলগুলি নিখোঁজ কর্মীদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে তাদের প্রচেষ্টায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মীদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি তাদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং চলমান অভিযানে স্পষ্ট। এই প্রচেষ্টাগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা সৃষ্টদ্রব্দ্বত্মখত্ননত্র চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর স্থিতিস্থাপকতা এবং কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাকে তুলে ধরে। ভূমিধসের পর, ভারতীয় সেনাবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি তাদের সংহতি প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে। শোকাহত পরিবারগুলির মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যা সেনাবাহিনীর দৃঢ় সমর্থন কাঠামোকে প্রতিফলিত করে।

এই ঘটনাটি এই অঞ্চলের আবহাওয়ার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিযুক্ত সামরিক কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলিকে তুলে ধরে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে এবং এর সদস্যদের রক্ষা করার প্রতি তাদের প্রস্তুতি এবং প্রতিশ্রুতিকে দৃষ্টান্তমূলক করে তোলে।

এদিকে, উত্তর-পূর্ব ভারতে অবিরাম বর্ষার বন্যা ও ভূমিধস লাখ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করেছে। সরকারি সাহায্য ও অবিরাম প্রবল বৃষ্টির সতর্কতার পাশাপাশি উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান পূর্ণ উদ্যমে চলছে। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন অঞ্চল ভারী বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিধস এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির সম্মুখীন। ৩ বা ৪ জুন পর্যন্ত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস রয়েছে।

আসামের মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবুরুয়া জানিয়েছেন, আসামে ভূমিধসে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং রাজ্য সরকার নিহতদের স্বজনদের জন্য ৪ লাখ টাকা করে এক্স-গ্রেশিয়া ঘোষণা করেছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) ৩০শে মে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশের উপর সৃষ্ট নিম্নচাপটি আগামী ১২ ঘন্টার মধ্যে প্রায় উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে একটি সুচিহ্নিত নিম্নচাপ এলাকায় দুর্বল হয়ে পড়বে, তবে বিভিন্ন অঞ্চলে অতি ভারী থেকে চরম ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের জন্য, আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে যে ৫ই জুন পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না। আইএমডি ৪ঠা জুন পর্যন্ত আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিগ্রি কলেজে ভর্তির আবেদনপত্র সংশোধন আগামী ৪ ও ৫ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রাজ্যের সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম সেমিস্টারে ভির্তির জন্য যেসব ছাত্রছাত্রী অনলাইনে আবেদন করেছে যদি প্রয়োজন হয় তারা তাদের আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে। সমর্থ পোর্টালে (https://dhetripuraad mission.samarth.ac.in/index.php) সংশোধনের জন্য কারেকশন উইন্ডো খোলা হবে ৪ জুন ২০২৫ থেকে ৫ জুন মধ্যরাত্র (১২টা) পর্যন্ত। বিস্তারিত জানার জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইট ও সমর্থ পোর্টাল দেখা যেতে পারে। সমর্থ পোর্টালে দেওয়া ভুল তথ্যের জন্য যেকোন পর্যায়ে আবেদনপত্র বাতিল হতে পারে বলে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বন্যায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন সাংসদ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার রাজ্যে এসেই শিবিরে আশ্রিত অসহায় মানুষদের কাছে ছুটে গেলেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসহায় মানুষদের হাতে তুলে দিলেন ত্রান সামগ্রী।

এদিন তিনি আগরতলা পুর নিগম এলাকার বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খোলা আশ্রয় শিবিরগুলি পরিদর্শন করছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলেন এবং খোঁজখবর নিচ্ছেন সামগ্রিক বিষয়ে। এদিন তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বন্যা দুর্গতদের আশ্রয় নেওয়া ৮ টি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। এদিন ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রত্যেকের জন্য প্রথম ধাপে ২২৫০ টি খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট তুলে দিন তিনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই কঠিন পরিস্থিতিতে সবাইর যেন অন্তত কিছুদিন খাবারের ব্যবস্থা হয় তার জন্য এই খাবারগুলি বিতরণ করা হয়। এতে ছিল চাল, ডাল, সরিষার ভোজ্য তেল, সয়াবিন, পেঁয়াজ, আলু, লবন, বিস্কুট। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বৃষ্টি এবং কিছু কিছু জায়গায় প্লাবিত পরিস্থিতিতে উদ্ধারকার্য্য সহ প্রতিটি বিষয়ে রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ সহকারে দেখছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে লড়াই করতে হবে। প্রাকৃতিক দূর্যোগকে চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব নয়। ভারী বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের যথার্থ সহায়তা করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর আগরতলা পুর নিগম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবই নেই, সিলেবাসে চূড়ান্ত গড়মিল শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

গোপাল সিং. খোয়াই, ২ জুন।। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রদত্ত সিলেবাসে চূড়ান্ত গড়মিলের অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস দিয়ে শিক্ষার্থীদের হয়রানির অভিযোগ রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে। অভিভাবকদের অভিযোগ, এবছর বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবই পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এসসিআরটি অফিসিয়াল সাইট এবং স্কুলের নিজস্ব ওয়াটসআপ গ্রুপে শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক যে সিলেবাস প্রদান করেছে, তা পুরনো সিলেবাসের। যেমন উদাহরণ স্বরূপ সপ্তম শ্রেণির গণিত বিষয়ে সংশোধিত নতুন পাঠ্যবইয়ে রয়েছে ১৩টি চ্যাপ্টার, অথচ শিক্ষা দপ্তর যে সিলেবাস প্রদান করেছে তাতে ১৫টি চ্যাপ্টারের উল্লেখ রয়েছে। অপরদিকে বিজ্ঞান বিষয়ে নতুন বইয়ে চ্যাপ্টার রয়েছে ১৩টি, অথচ সিলেবাসে রয়েছে ১৮টি। পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আওয়ার এনভায়রনমেন্ট রয়েছে ৭টি চ্যাপ্টার কিন্তু সিলেবাসে রয়েছে ১০টি, আওয়ার পাস্ট-II বিষয়ে রয়েছে ৮টি চ্যাপ্টার কিন্তু সিলেবাসে রয়েছে ১০টি, এসপিএল-II রয়েছে ৮টি চ্যাপ্টার কিন্তু সিলেবাসে রয়েছে ৯টি। এমনই চিত্র লক্ষ্য করা গেছে খোয়াই সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণির বই ও সিলেবাস ঘাটলে একই সমস্যার ছবি ফুটে উঠবে বলে অভিযোগ করছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। তাছাড়া রাজ্যের সরকারী স্কুলগুলোতে পঠন-পাঠনের যে হাল ফুটে উঠছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের তুঘলকিপণাও বেড়েই চলছে। বিশেষ করে খোয়াই মহকুমার বনেদী স্কুলগুলোতে পঠন- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদুল আজহা বাজারে গবাদি পশুর দাম আকাশছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। আগামী ৭ জুন মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ঈদুল আজহা উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সোনামুড়া মহকুমাতে প্রতিবছর মতো এবছরও গবাদি পশুর হাট বসেছে। এদিন বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। কিন্তু এবছর গবাদি পশুর দাম অনেকটাই বেশি বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা। মহকুমার প্রায় বেশ কিছু স্থানে প্রশাসনের তরফ থেকে ওই বিশেষ হাটের ব্যবস্থা করা হয়। আজ সোনামুড়া মহাকুমার নতুন বাজারে বছরে বসে বিশেষ গবাদি পশুর হাট। ঈদকে কেন্দ্র করে ক্রেতা এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যোৎ ইস্যুতে গোমতী জেলাশাসক কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সরকারকে চরম হুঁশিয়ারি ওয়াইটিএফ’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। ওয়াই টিএফের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল। যদি তার মধ্যে রাজ্য সরকার গোমতি জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমার বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দেওয়া হবে বলে জানান আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন ওয়াইটিএফের প্রেসিডেন্ট সুরজ দেববর্মা।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়াইটিএফের প্রেসিডেন্ট সুরজ দেববর্মা বলেন, গোমতী জেলাশাসক টিকে চাকমা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে অপমানিত করেছেন। এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সেই কারণেই এদিন গোমতী জেলায় আন্দোলন সংঘটিত করেছে ওয়াইটিএফ। তারা আরো জানায়, যদি আগামী সাতদিনের মধ্যে রাজ্য সরকার গোমতী জেলাশাসকের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে গোটা ত্রিপুরা বনধের ডাক দেবে তারা। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, করোনাকালীন সময়ে যেমন গোটা ত্রিপুরায় লকডাউন হয়েছিল, একই অবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে হলে সমর্থন প্রত্যাহার করুক মথা : সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। : সরকারেও থাকবে আবার তামাশাও দেখাবে সেটা হতে পারে না। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে হলে সমর্থন প্রত্যাহার করুক তিপরা মথা। আসলে নাটক করছে তিপরা মথা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিপরা মথার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিন তিনি বলেন, গোমতী জেলার জেলাশাসক তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সাথে দেখা করেননি। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু আজকে গোমতী জেলার সমস্ত সরকারি দফতরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথার ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভের নিন্দায় জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। ওয়াইটিএফ আজ গোমতী জেলায় জেলাশাসক অফিস, বিডিও অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আজ সামাজিক মাধ্যমে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এমনটাই জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী।

তিনি বলেন, গোমতি জেলাশাসক প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে দেখা করেননি। বারংবার ফোন করলো তাঁর ফোন তোলেননি। সেদিন জেলাশাসকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন। জেলাশাসক দেখা না করলেও অন্তত ফোনটি তুলতে পারতেন বলে মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ১১ লক্ষ টাকা ছিনতাই!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। দিনদুপুরে ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হলো বিশালগড় মহকুমায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে পিতা ও পুত্রকে আঘাত করে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে পালালো ছিনতাইবাজরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে গোকুলনগর রাস্তার মাথা এলাকায় সোমবার প্রকাশ্য দিবালোকে।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, মতিনগরের বাসিন্দা হারেজ মিয়া এবং তার ছেলে সাগর মিয়া আজ বিকেলে নবীনগর এলাকায়

প্রকাশ্য দিবালোকে

যাচ্ছিলেন। সেখানে তাদের একটি জমি ছিল। সেটি আজ বিক্রয় করার কথা ছিল। সেই জায়গা বিক্রির ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে সাগর মিয়া বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলেন। গোকুলনগর রাস্তার মাথা এলাকায় পৌঁছাতেই তাদেরকে ঘিরে ধরে তিন দুষ্কৃতিকারী। পিতা ও পুত্রকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি আঘাত করে তাদের হাতে থাকা টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ওই ছিনতাইকারীরা। এমনই অভিযোগ পিতা পুত্রের।

সাগর মিয়া জানিয়েছে, জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তিন ছিনতাইকারী। জঙ্গল থেকে আচমকাই বেরিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালায়। এলোপাতাড়ি তাদেরকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করাতে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন দুজনেই। তখনই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,৩ জুন,২০২৫ ইং
১৯ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশকারী ফেরত বাংলাদেশে

পহেলগাম জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তানে লালিত সন্ত্রাসবাদে জোরালো ধাক্কা দিয়াছে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'। কিন্তু এই সেনা অভিযানে শুধুই সন্ত্রাসবাদই শায়েস্তা হয়নি, নিয়ন্ত্রণ করা গিয়াছে অনুপ্রবেশকেও। সীমান্তে কড়াকড়ির জেরে আটক বহু অনুপ্রবেশকারী। ৭ মে অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে প্রায় ২০০০ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাহাদের দেশে ফিরাইয়াছে কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, আরও সমসংখ্যক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী স্বেচ্ছায় ফিরিয়া গিয়াছে।মূলত বাংলাদেশ লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ত্রিপুরা, মেঘালয় ও অসম সীমান্তে চলিয়াছে কড়াকড়ি। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো সিংহভাগ অনুপ্রবেশকারীদেরই আটক করা হইয়াছে গুজরাট থেকে। তালিকায় এর পরেই আছে দিল্লি। হরিয়ানা থেকে বহু বাংলাদেশি অভিবাসী আটক হইয়াছেন। সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে ঢুকিয়া অনেকে মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানেও ডেরা বাধিয়াছিল। অসম থেকেও একাধিক বাংলাদেশিকে আটক করিয়া গত একমাসে সেই দেশে ফেরত পাঠাইয়াছে কেন্দ্র।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এক উর্ধতন কর্তা জানাইয়াছেন, 'বিদেশি নাগরিকদের নথিপত্র যাচাই, অবৈধ অভিবাসীকে আটকের প্রক্রিয়া চলিতেই থাকে। কিন্তু ২২ এপ্রিল পহেলগাম হামলার পর সর্বত্রই আরও কড়া হইয়াছে জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা। তাহাতে সমস্ত রাজ্যেই অবৈধ অভিবাসীদের ধরিতে চলিয়াছে অভিযান। এর মধ্যে গুজরাট থেকেই সব থেকে বেশি অবৈধ অভিবাসী ধরা পড়িয়াছে।'

কোনও বাংলাদেশি নারিকের কাছে ভারতে থাকিবার প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকিলে তাহাকে আটক করিয়া দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়াছে কেন্দ্র। সরকারি সূত্রে জানা গিয়াছে, এ দেশে থাকিবার কোনও বৈধ নথি কারও কাছে না থাকিলে, তাহাকে আটক করিয়া নির্দিষ্ট সেন্টারে নিয়া যাওয়া হইতেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকা এই সেন্টার থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে ফেরত পাঠানো হইতেছে সীমান্তে। প্রথমে সেখানকার অস্থায়ী শিবিরে রাখিয়া তাহাদের বিএসএফের-এর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। বাকি প্রক্রিয়া শেষ করিতেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। দরকার পড়লে দুঃস্থদের সামান্য খাবার ও বাংলাদেশি মুদ্রা দিয়া তাহাদের সীমান্ত পার করিয়া বাংলাদেশে পাঠাইয়ায়ে দেওয়া হইতেছে। মূলত ত্রিপুরা, মেঘালয় ও অসম সীমান্ত দিয়াইই ফেরত পাঠানো হইতেছে অভিবাসীদের।পশ্চিমবঙ্গ কেন বাদ, সেই জল্পনারও উত্তর দিয়াছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তা। তিনি জানাইয়াছেন, অনেকেরই ধারণা, উত্তর-পূর্বের এই তিন রাজ্য বিজেপি শাসিত বলিয়াই এখান দিয়ে অভিবাসীদের ফেরানো হইতেছে। আসলে বিষয়টা তাহা নয়। সীমান্তের অনেক জায়গা জনবসতি এলাকা। কোথাও কোথাও একই বাড়ির একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে ভারত। তাই আইনশৃঙ্খলার জটিলতা এড়াইতে নির্দিষ্ট সীমান্ত রহিয়াছে বা সীমান্তের পাশে ফাঁকা জায়গা রহিয়াছে এমন রাজ্য দিয়াই অভিবাসীদের দেশে ফেরত পাঠানো হইতেছে। পহেলগাও হামলার পর যেভাবে নিরাপত্তার কড়াকড়ি শুরু হইয়াছে তাহাতে অনেকেই ভয় পাইতেন বৈধ নথি না থাকিবার জন্য। সেই ভয়েই অনেকে নিজে থেকে তড়িঘড়ি ভারত ছাড়িয়া বাংলাদেশে ফিরিতে উদ্যোগী হইতেছেন।

গাজা উপত্যকায় ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রের কাছে গুলিবর্ষণে ৩০ জনের বেশি নিহত, বহু আহত

গাজা, ২ জুন গাজা উপত্যকার রাফাহ এলাকায় একটি খাদ্য সহায়তা বিতরণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে গুলিবর্ষণের ঘটনায় ৩০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। হামাস-চালিত গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃত করে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানায়, খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা সাধারণ মানুষরা বিতরণ কেন্দ্র থেকে প্রায় ১, ০০০ গজ দূরে এই গুলিবর্ষণের শিকার হন।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি জানিয়েছে, তাদের ফিল্ড হাসপাতালগুলিতে নিয়ে আসার পর ২১ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ১৭৯ জন আহত, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছেন।

মেডিসিন সঁস ফ্রঁতিয়ের (ধ্ছচ) জানিয়েছে, গাজার নাসির হাসপাতালে রক্তের মজুত প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং চিকিৎসকরা নিজেরাই রক্তদানে এগিয়ে আসছেন আহতদের চিকিৎসার জন্য।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এই ঘটনায় নিজেদের জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের কোনো সৈন্য ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রের কাছে বা অভ্যন্তরে গুলি চালায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন (ওছচ), যারা রাফাহ অঞ্চলে সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করছে, তারাও সহিংসতায় তাদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছে। ওছচ জানিয়েছে, তারা ১৬টি ট্রাকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

সংঘর্ষবিরতির জন্য কূটনৈতিক আলোচনা চলতে থাকলেও, এখনও সমাধান স্পষ্ট নয়। হামাস জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত প্রস্তাবে সংশোধনের জন্য চেষ্টা করছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের দূত স্টিভ উইটকফ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হামাসের প্রতিক্রিয়াকে অসমর্থনযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন।

মিশর ও কাতার, যারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে, জানিয়েছে তারা সমঝোতার পথ খুঁজছে। হামাস তাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে এবং আগামী দিনে পরোক্ষ আলোচনা শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। হামাস-চালিত গাজা সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি দাবি করেছে, ইসরায়েল নাগরিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫৪,৪১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর ২০২৩-এ হামাসের দক্ষিণ ইসরায়েলে আক্রমণে প্রায় ১,২০০ জন নিহত হন, যাদের অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক। এছাড়াও, হামাস ২৫১ জন ইসরায়েলিকে অপহরণ করেছিল। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে।

আজ মহাপথের পথিক পরমপুরুষ লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস

শ্রীধর মিত্র

ঈশ্বরের স্বরূপ কী, এ প্রশ্নর উত্তরে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলতেন, ঈশ্বর নামক কোনও পদার্থের সঙ্গে এ পর্যন্ত আমার এখনও পরিচয় হয়নি। এরপর যদি সেই বস্তুর অস্তিত্ব দেখতে পাই, তবে তোমারে বলতে পারবো।

বাবা লোকনাথ ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর অগণিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে কোনও উপদেশ দিতেন না, ভক্তদের কানে কানে মন্ত্র দিতেন না, এমন কি তাঁর পা স্পর্শ করে ভক্তরা আশীর্বাদ পেতে চাইলে তিনি বলতেন, মনে মনে নমস্কারই নমস্কার। দেশের আনাচে-কানাচে তাঁর অগণিত ভক্ত, আশ্রম সর্বত্রই রয়েছে। এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও। দীর্ঘ চল্লিশ বছর বরফের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, এমনকি জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি গিয়েছেন মক্কা শরিফে। আর সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর অগণিত ভক্তদের মধ্যেই। এই প্রজ্ঞাবান পুরুষের জন্মলগ্ন ছিল রোহিনী নক্ষত্রে জন্মাষ্টমীর দিন। ১১৩৭বঙ্গাব্দের ১৮ ভাদ্র জন্ম নেন লোকনাথ। বাবা রামকানাই ঘোষাল এবং মা কমলাদেবী। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কেউ বলেন তাঁর জন্মস্থান উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের দেগঙ্গা থানার কাছে চাকলা গ্রামে, আবার কারওর মতে, স্বরূপনগরের কাছে কচুয়ায়। লোকনাথ তাঁর বাবা-মা'র চতুর্থ সন্তান। তখনকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কার ছিল যে, বংশের কোনও একজন যদি ব্রহ্মচারী হন, তবে সেই কুলের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হবেন। তাই রামকানাই ঘোষালের ইচ্ছা ছিল, তাঁর প্রথম পুত্রকে ব্রহ্মচারী করবেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। এরপর আরও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কমলাদেবী তাঁদেরও ব্রহ্মচারী করতে কিছুতেই রাজি হননি। অবশেষে চতুর্থ পুত্র। কমলাদেবী

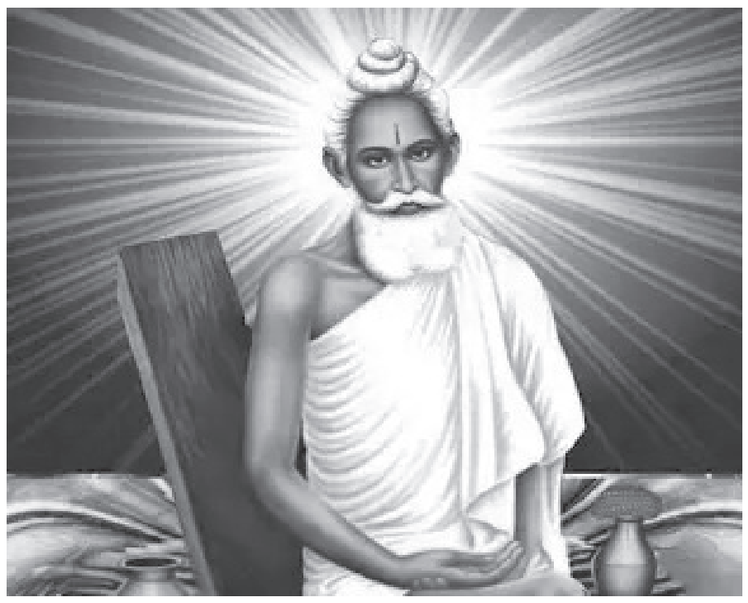

তাঁর স্বামীকে ডেকে জানিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে আগের তিনটি পুত্রের একটিকেও আমি ব্রহ্মচারী করতে সম্মত হইনি, আপনি এই নবজাত পুত্রকে ব্রহ্মচারী করার জন্য নিন। নবজাতক এই সন্তানের নামকরণ করা হল লোকনাথ। এই সন্তান ভবিষ্যতে সন্ন্যাস নেবে, তাই সুরৎ মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা ছাড়াও নিকটাত্মীয়গণ সবসময় তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতেন। কিন্তু শৈশবে লোকনাথ ছিলেন চঞ্চল স্বভাবের। ১১৪৮ বঙ্গাব্দে ১১ বছর বয়সে বালক লোকনাথের উপনয়ন হয় এবং তখন থেকেই তাঁর সন্ন্যাস জীবনের সূচনা। সেখান থেকেই তাঁর সন্ন্যাস জীবনের পথচলা শুরু। সেই সময় থেকেই বিখ্যাত পণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলি লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করেছিলেন। এলেন মহাতীর্থ কালীঘাটে। তখন কালীঘাট এক নিবিড় বন। লোকনাথের স্বভাবসুলভ চাপল্য তখনও যায়নি। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ করে সে চাপল্য চলে যেতে বেশি সময় লাগল না। লোকনাথ বুঝতে পারলেন কালীঘাট তাঁর নিজের বাড়ির খুব কাছেই। লোকনাথ চাইলেন, তিনি চলে যাবেন বহুদূরে, পালন করবেন কঠোর ব্রহ্মচর্য এবং তা-ই করলেন। প্রথমে নির্জনে যোগাভ্যাস আরম্ভ করলেন ও এরপর কলোরবের মধ্যে মনোসংযোগের অধ্যায় এবং সেই অধ্যায়ে তাঁর শিক্ষার হাল ধরে রেখেছিলেন ভগবান গাঙ্গুলি এবং শিক্ষা চলল কঠিন-কঠোরভাবে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর লোকনাথ ও ভগবান গাঙ্গুলি শেষবারের মতো জন্মভূমি দর্শনের উদ্দেশ্যে কচুয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। কচুয়া থেকে মোহমুক্ত হয়ে তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন। মহাপথের ডাক উপেক্ষা করা তাঁর আর সম্ভব হল না। ভারতবর্ষের বহুতীর্থ ভ্রমণ করলেন লোকনাথ। গুরু ভগবান গাঙ্গুলিকে নিয়ে তিনি সাধনা করলেন। দীর্ঘদিন সাধনার পর লোকনাথ সিদ্ধলাভ করলেন। সিদ্ধ লোকনাথ এবার এলেন কাশীতে। সেখানে এসে তাঁরসঙ্গে সাক্ষাৎ হল হিতলাল মিশ্র নামে জনৈক মহাপুরুষের। বলা হয়, এই হিতলাল মিশ্রই কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী। লোকনাথ যেমন ঠিক চিনতে পেরেছিলেন হিতলালের মতো মহাপুরুষকে। তেমনই ত্রৈলঙ্গস্বামীও বুঝতে পেরেছিলেন লোকনাথ কোনও সাধারণ মানুষ নন। ভগবান গাঙ্গুলি লোকনাথকে সমর্পণ করলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর হাতে। অতএব লোকনাথের জীবনে এল এক নতুন পর্যায়। বলা যেতে পারে, এটা তাঁর পূর্ণজন্ম। লোকনাথ ও ত্রৈলঙ্গস্বামী বেরিয়ে পড়লেন মহাপথের সন্ধানে। শরীরকে অনাবৃত করে হিমালয়ে বরফাবৃত পথে যাত্রা শুরু করলেন ওরা দু'জন। তাঁদের শরীরের চামড়া খসখসে হয়ে এল। চলতে চলতে চোখের উপাদান তাঁদের অন্যরকম হয়ে গেল। চাঁদ-সূর্য্যের আলো না থাকলেও তাঁরা দেখতে পেতেন। হিমালয় শুধু নয়, তিনি পরিক্রমা করলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। গিয়েছিলেন মক্কায়। কাবুলে থাকাকালীন তিনি কোরাণ শরিফ পাঠশিক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "আমরা গুরু-শিষ্য মিলে কাবুলে গিয়ে মোল্লা সর্দার বাড়িতে অবস্থান করে তাঁর কাছে রীতিমতো কালেমোল্লা (কোরান) পাঠ করেছি।" তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা যেন আরও বেড়ে উঠল কোরাণ পাঠ করে। তিনি সারা এশিয়া, ইউরোপ, আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভ্রমণ করেছিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জ্ঞান এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল অনেক আগেই। এরপর তাঁর ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ভক্তদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, তাঁদের সমস্যার সমাধান করতেন। এমনকি অনেকের দুরারোগ্য অসুখেরও তিনি নিরাময় করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি পশুপাখিদের কথা বুঝতে পারতেন, এমনকি তাঁর আশ্রমে একটি বাঘ নিয়মিত আসা-যাওয়া করত বলে কথিত আছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী যখন পাহাড়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে উদয়াচলের পথে যেতে চেয়েছিলেন, তখন ত্রৈলঙ্গস্বামী বলেন, "নিম্নভূমে তোমার কর্ম রয়েছে।" এই কর্মে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিতেই তিনি বারদিতে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৩০ বছর। এখানে অর্থাৎ বারদিতে আরও ৩০ বছর ধরেছিলেন। এরপর ১২৯৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তেই ঠিক হয় ১০ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ব্রহ্মচারী পরলীলা সমাপ্ত করবেন। ওইদিন সকাল ৯টায় মধ্যাহ্নভোজন শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশ তিনি আশ্রমবাসীদের উদ্দেশে দিয়েছিলেন। সকাল ১০টার মধ্যে আহার শেষ হয়েছে কিনা খোঁজও নিয়েছিলেন লোকনাথবাবা। এরপর বাবা ধ্যানযোগে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে তাঁর অমর আত্মা উত্তরায়ণে সূর্য ভেদ করে অমরলোকে চলে যায় বলে আশ্রমে বসবাসকারীরা ও হাজার হাজার ভক্তরা বিশ্বাস করেন।

"রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও।" আমি-ই তোমাদের রক্ষা করিব।-লোকনাথ বাবার অমৃত বাণী। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনকথা ও অমর বাণী, যা আজও আমাদের পাথেয়...

জন্মাষ্টমী তিথিতেই জন্ম হয়েছিল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর, ভক্তদের কাছে তিনি বাবা লোকনাথ নামেই তিনি পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বাণী "রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।"

জন্মাষ্টমী তিথিতেই জন্ম হয়েছিল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর, ভক্তদের কাছে তিনি বাবা লোকনাথ নামেই তিনি পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বাণী "রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।"

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১১৩৭ বঙ্গাব্দ বা ইংরেজি ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ততালীন যশোহর জেলা আর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চৌরশী চাকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম রামনারায়ণ ও মায়ের নাম কমলা দেবী। বাবা ছিলেন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান ছিলেন তিনি। লোকনাথকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করানোর জন্য ১১ বছরে উপনয়ন দিয়ে পাশের গ্রামের ভগবান গাঙ্গুলীর হাতে তুলে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গী হন বাল্যবন্ধু বেনীমাধব।

উপনয়ন শেষে লোকনাথ, বেনীমাধব ও ভগবান গাঙ্গুলী পদযাত্রা শুরু করেন। বিভিন্ন গ্রাম-শহর, নদ-নদী, জঙ্গল অতিক্রম করে প্রথমে কালীঘাটে এসে যোগ সাধনা শুরু করেন। এইরূপে গুরুর আদেশে বিভিন্ন স্থানে যোগ সাধনা ও ব্রত করে শেষ পর্যন্ত লোকনাথ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তারপর শুরু হয় দেশ ভ্রমণ। প্রথমে হিমালয় থেকে কাবুল দেশে আসেন। সেখানে মোল্লা সাদী নামে এক মুসলমানের সঙ্গে কোরান, বেদ-সহ বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করে ইসলামধর্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

এবার গুরুকে বাদ দিয়ে তাঁরা দু'জনে পদযাত্রায় আবার দেশভ্রমণ শুরু করেন। প্রথমে আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, মক্কা-মদীনা, মক্কেশ্বর তীর্থস্থান, তুরস্ক, ইতালি, গ্রিস, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইউরোপ-সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে দেশে ফিরে আসেন এবং পরে দেশের ভিতর হরিদ্বার, হিমালয় তীর্থ, বদ্রীনাথ, সুমেরু পর্বত, কাশিধাম ও কাবুল পরিদর্শন করেন। দিনে দিনে গুরুর বয়স একশ বছর ও শিষ্যদের বয়স পঞ্চাশ বছর হলো। গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী শিষ্য দু'জনকে শ্রী তৈলঙ্গস্বামীর (হিতলাল নামে যিনি পরিচিত) হাতে তুলে দিয়ে পরলোক গমন করেন। নারায়ণগঞ্জের বারদীর জমিদার নাগ মহাশয় লোকনাথের কথা শুনে তাঁর জন্য জমি দান করেন এবং সেখানে মহা ধুম-ধামের সঙ্গে আশ্রম স্থাপন করা হয়। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের কথা শুনে দেশ-দেশান্তর হতে বহু ভক্ত এসে ভিড় জমাতে থাকেন। অল্প সময়ের ব্যবধানেই বাবার আশ্রম তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। কোনো এক সময় ভাওয়ালের মহারাজ তাঁর ফটো তুলে রাখেন। যে ফটো বর্তমানে ঘরে ঘরে পূজিত হয়। সেদিন ছিল ১৯শে জৈষ্ঠ, রবিবার। বাবা নিজেই বললেন তার প্রয়াণের কথা। বহু মানুষ আসেন তাঁকে শেষ দর্শন করার জন্য। কথিত আছে একসময় লোকনাথ মহাযোগে বসেন। সবাই নির্বাক হয়ে অশ্রুসজল চোখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কখন বাবার মহাযোগ ভাঙ্গবে। কিন্তু ঐ মহাযোগ আর ভাঙেনি। শেষ পর্যন্ত ১১.৪৫ মিনিটে দেহ স্পর্শ করা হলে দেহ মাটিতে পড়ে যায়। ত্রিকালদর্শী বাবা লোকনাথ বলেছেন, 'প্রতিদিন রাতে শোবার সময় সারাদিনের কাজের হিসাব-নিকাশ করবি অর্থাতভাল কাজ কী কী করেছিস আর খারাপ কাজ কী কী করেছিস? যে সকল কাজ খারাপ বলে বিবেচনা করলি সে সকল কাজ আর যাতে না করতে হয় সেদিকে খেয়াল রাখবি।' আবার তিনি বলেছেন, 'সূর্য উঠলে যেমন আঁধার পালিয়ে যায়। গৃহস্থের ঘুম ভেঙে গেলে যেমন চোর পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি বার-বার বিচার করলে খারাপ কাজ করবার প্রবৃত্তি পালিয়ে যাবে।'

ইতিহাসের দীর্ঘতম এভারেস্ট আরোহণ

আসহাবিল ইয়ামিন

বিশ্বের দীর্ঘতম ট্রায়াথলন শেষ করেছেন প্রাক্তন রয়েল মেরিন অফিসার মিচ হাচক্রাফ। ট্রায়াথলন একটি বহু ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিযোগিতা, যেখানে একজন প্রতিযোগী সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের মাধ্যমে দীর্ঘ একটি পথ অতিক্রম করেন। মিচ ট্রায়াথলন শুরু করেন আট মাস আগে যুক্তরাজ্য থেকে এবং শেষ করেছেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে।

মিচ হাচক্রাফ ইংল্যান্ডের কেমব্রিজশায়ার শহরের বাসিন্দা। গত ১১ মে রবিবার বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের আগে সাঁতার, সাইক্লিং, দৌড়ানো এবং হেঁটে, মোট ২৪০ দিনে ১৩ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করেছেন। তিনি ট্রায়াথলন শুরু করেন গত বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর। তিনি ডোভার প্রণালি সাঁতরে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। ৩২ বছর বয়সী এই অভিযাত্রী প্রথমে ইংলিশ চ্যানেলের ৩৪ কিলোমিটার সাঁতরে ফ্রান্সে পৌঁছান। এরপর সাইকেলে চেপে ১১ হাজার ৯২৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ভারত পর্যন্ত যান। ভারত থেকে নেপালের কাঠমুন্ডু পর্যন্ত ৯০০ কিলোমিটার পথ দৌড়ে অতিক্রম করেন। সবশেষে, ১৬ এপ্রিল তিনি এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছানোর জন্য ৩৬৫ কিলোমিটার পথ ট্রেকিং করেন। গত ১১ মে, নেপালের স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ২০ মিনিটে তিনি ৮ হাজার ৮৪৯ মিটার বা ২৯ হাজার ৩২ ফুট ট্রেকিং করে এভারেস্ট চূড়ায় পৌঁছান। ট্রায়াথলন শেষে তিনি বলেছেন, 'ইতিহাসের দীর্ঘতম এভারেস্ট আরোহণ এটি'। তিনি আরও বলেন, 'মুহূর্তটা আমার ধারণার চেয়েও বেশি অসাধারণ এবং অবিশ্বাস্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা সফল হয়েছি।' মিচের বাবার মৃত্যুর পর, ২১ বছর বয়সে ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে (রয়েল মেরিন) যোগদান করেন তিনি। ছয় বছর সফলভাবে দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ২০২১ সালে অবসর নেন। তিনি স্যাভসিম নামক একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন। লন্ডন ভিত্তিক এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দাতব্য সংস্থা জন্য ৫ লাখ পাউন্ড তহবিল সংগ্রহ করার আশায় তিনি এই অভিযানটি করেছেন। এই সংস্থাটি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার ও অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও সহায়তা করে থাকে। এভারেস্টের বেস ক্যাম্প ত্যাগ করার আগে, তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে জানান, এই পর্বত আরোহণের ঝুঁকি নেওয়াটা সফল হয়েছে। তিনি আরও লিখেছিলেন, 'আট বছর বয়স থেকেই এভারেস্টে ওঠার স্বপ্ন দেখেছি, যখন একটি বইতে এর ছবি দেখেছিলাম। আমি কখনো ভাবিনি এভাবে এখানে পৌঁছাবো। বছরের পর বছর প্রস্তুতি, দীর্ঘ আট মাসের শারীরিক সহনশীলতার পরীক্ষা, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পাড় হওয়া, আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলো, ১৯টি দেশ সাইকেলে ভ্রমণ, ৯০০ কিলোমিটার দৌড়ানো এবং বেস ক্যাম্পে পৌঁছানোর জন্য প্রথম এভারেস্ট অভিযাত্রীদের পথ অনুসরণ করে হেঁটে যাওয়াএ এক দুঃসাহসিক ভয়াবহ সুন্দর যাত্রা ছিল।' মিচ এই দীর্ঘ অভিযানে বহু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল একটি ট্যাক্সির ধাক্কায় সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া, বুনো কুকুরের তাড়া খাওয়া এবং সার্বিয়ায় বন্দুকের মুখে পড়া। ফ্রান্স থেকে তুরস্কে সাইকেল চালানোর সময় তাঁর সঙ্গী হয়েছিল তিন বছর বয়সী গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুর।

গত ১৯ মে 'সি টু সামিট' নামে অভিযানে কক্সবাজারের ইনানী সৈকত থেকে হেঁটে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছান বাংলাদেশি পর্বতারোহী ইকরামুল হাসান শাকিল। সপ্তম বাংলাদেশি হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করেছেন তিনি। ইকরামুলের যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। ইনানী সমুদ্রসৈকত থেকে শুরু করে তিনি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, পঞ্চগড়হয়ে বাংলাদেশ পেরিয়ে ভারতে ঢোকেন। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং অতিক্রম করে ৩১ মার্চ তিনি পৌঁছান নেপালে। টানা ১,৪০০ কিলোমিটার হাঁটার পর তিনি ২৯ এপ্রিল পৌঁছে যান এভারেস্ট বেজক্যাম্পে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন মেয়র দীপক মজুমদার।

শোকস্তব্ধ খোয়াই: প্রয়াত খ্যাতনামা প্রাক্তন শিক্ষক ও সাহিত্যপ্রেমী মানিক লাল দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জুন।। আজ দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ খোয়াইবাসীর হৃদয়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াত হলেন জেলার স্বনামধন্য প্রাক্তন শিক্ষক মানিক লাল দাস। জীবনের শেষ প্রান্তে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি (বালিকা) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ২০১৩ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

জীববিজ্ঞানের এই শিক্ষক তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে বহু শিক্ষার্থীর জীবনে আলো জ্বেলেছেন। তাঁর অগণিত ছাত্র-ছাত্রী আজ রাজ্যের নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য খোয়াইয়ে তিনি ছিলেন এক অনন্য নাম।

তবে শিক্ষার বাইরেও বাংলা সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর পরম প্রিয়। একজন বিজ্ঞানের মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন এক গভীর চিন্তাশীল কবি ও লেখক। রাজ্যের বিভিন্ন প্রথিতযশা ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার এক অনন্য মিলন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

আজ লালছড়া এলাকার নিজ বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে গোটা খোয়াইবাসী মর্মাহত। সামাজিক মাধ্যমে অগণিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী পেশায় একজন নার্স।

প্রাক্তন শিক্ষক মানিক লাল দাসের প্রয়াণ শুধু একটি পরিবারের নয়, একটি জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর স্মৃতি চিরকাল অমলিন থাকবে খোয়াইবাসীর হৃদয়ে। বহু সমাজসেবী, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উনার বাসভবনে ছুটে যান এবং বহু মানুষ অন্তিমযাত্রায় সঙ্গী হন।

কেরালায় বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং গভীর পর্যালোচনা করার জন্য, ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সন্তোষ কুমার যাদব আজ রাজ্যে পৌঁছেছেন। তিনি তিরুবনন্তপুরম এবং কোল্লাম জেলার প্রকল্পের অংশগুলির একটি বিস্তৃত পরিদর্শনের নেতৃত্ব দেন, যেখানে কাঠামোগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা এবং নিষ্কাশন সমস্যা এবং জল-সম্পর্কিত দুর্বলতার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় যা মানসম্পন্ন নির্মাণ এবং জনসাধারণের সুবিধা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

আন্না বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ষণ মামলা: চেন্নাই আদালতে গনাসেকরণকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ন্যূনতম ৩০ বছরের কারাদণ্ড বাধ্যতামূলক

চেন্নাই, ২ জুন : চেন্নাইয়ের মহিলা আদালত সোমবার আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বছর বয়সী এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত একমাত্র আসামি এ. গনাসেকরণকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। আদালত জানিয়েছে, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ন্যূনতম ৩০ বছর জেল খাটতেই হবে, এই সময়ের মধ্যে কোনোভাবে মুক্তির সুযোগ থাকবে না। আদালত অভিযুক্তের ওপর ৯০,০০০ টাকা জরিমানাও ধার্য্য করেছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত গতিতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তা চূড়ান্ত রায়ে পৌঁছায়। মহিলা আদালতের বিচারক এম রাজলক্ষ্মী ২৮ মে গনাসেকরণকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং মামলার সময় প্রমাণিত ১১টি ধারায় সাজা ঘোষণা করেন। বিচারক জানান, সমস্ত সাজা একসাথে কার্যকর হবে। এদিকে, গনাসেকরণের আইনজীবী বি.আর. জয়প্রকাশ নারায়ণ জানিয়েছেন, তারা উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। নারায়ণ বলেন, 'আমাদের কাছে আরও ভালভাবে আপিল করার সুযোগ আছে। আদালত থেকে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়ার পর আমরা উচ্চ আদালতে যাব।' ২০২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর কোট্টুরপুরম অল উইমেন পুলিশ স্টেশনে ভুক্তভোগী নিজের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, ভুক্তভোগী তার এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে থাকার সময় গনাসেকরণ তাকে হুমকি দেন ও যৌন নির্যাতন চালান। এই মামলার এফআইআর তামিলনাড়ু পুলিশের সিসিটিএনএস ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে কিছু গণমাধ্যম প্রচার করে, যা জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরে মাদ্রাজ হাই কোর্ট মামলার তদন্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের (এসআইটি) হাতে তুলে দেয়। তারা এফআইআর ফাঁসের বিষয়টিও তদন্ত করে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চার্জশিট জমা দেয় এসআইটি। এরপর মামলাটি মহিলা আদালতে স্থানান্তর করা হয়। মহিলা আদালত গনাসেকরণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (বিএনএস), বিএনএসএস, তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং তামিলনাড়ু নারী হয়রানি প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ গঠন করে।

নাসিক-ত্র্যম্বকেশ্বরে সিমহস্থ কুম্ভ মেলা ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর শুরু হবে; মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

মুম্বই, ২ জুন : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ রবিবার নাসিক কালেক্টর অফিসে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ২০২৬ সালের সিমহস্থ কুম্ভ মেলার গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলির ঘোষণা করেছেন।

বৈঠকে জানানো হয়েছে, ত্র্যম্বকেশ্বর, রামকুণ্ড এবং পাঁচবটিতে ''ধ্বজারোহণ'' (পতাকা উত্তোলন) এর মাধ্যমে সিমহস্থ কুম্ভ মেলা শুরু হবে ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর। মেলা চলবে দীর্ঘ প্রায় ২১ মাস, ধ্বজারোহন (পতাকা নামানো)-র মাধ্যমে শেষ হবে ২৪ জুলাই, ২০২৮।

মুখ্য স্নান দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে, ২০২৭ সালের নাসিকে হবে ২৯ জুলাই নগর পদক্ষিণা (নগর পরিক্রমা), ২ আগস্ট প্রথম অমৃত স্নান, ৩১ আগস্ট দ্বিতীয় অমৃত স্নান। তৃতীয় ও শেষ অমৃত স্নান নাসিকে হবে ১১ সেপ্টেম্বর এবং ত্র্যম্বকেশ্বরে ১২ সেপ্টেম্বর।

বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'মেলা উপলক্ষে ৪০০০ কোটির প্রকল্পের টেন্ডার ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে এবং আরও ২০০০ কোটির প্রকল্প শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। গঙ্গার সহোদরা নদী গোদাবরীর পরিশোধন, স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং সাধুগ্রামের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজও চলমান।'

মেলা চলাকালীন ভিড় নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে ফড়নবিশ বলেন, 'অমৃত স্নানের তারিখ আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে মেলা চলবে, তাই ভক্তদের একসাথে না এসে নিজেদের সময় ভাগ করে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এতে করে কোনও ধরনের পদদলিতের পরিস্থিতি এড়ানো যাবে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বৈঠকে দেশের ১৩টি প্রধান আখড়ার সাধুসন্ত ও পুরোহিত সংঘের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মেলার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে তাঁদের বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে।এদিকে, ওই বৈঠকে প্রয়াগরাজে সদ্যসমাপ্ত কুম্ভ মেলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মহন্ত রাজেন্দ্রদাস মহারাজ একটি প্রস্তাব রাখেন, ঐতিহ্যবাহী 'শাহী স্নান'-এর পরিবর্তে 'অমৃত স্নান' নামে ডাকা হোক। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মধ্যপ্রদেশে তিন মাস থাকবেন ষাটের অধিক এআইসিসি পর্যবেক্ষক : জিতু পাটওয়ারি

ভোপাল, ২ জুন : মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে সংগঠন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ''সংগঠন সৃজন অভিযান''। এই উপলক্ষে সোমবার এক বিবৃতিতে কংগ্রেস জানিয়েছে, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) নিযুক্ত ৬০ জনেরও বেশি পর্যবেক্ষক রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আগামী তিন মাস ধরে তৃণমূল স্তরে কাজ করবেন। এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন কংগ্রেস সাংসদ ও লোকসভায় বিরোধীদল নেতা রাহুল গান্ধী। আগামী ৩ জুন তাঁর মধ্যপ্রদেশ সফরের সময় তিনি এই কর্মসূচি শুরু করবেন।

রাহুল গান্ধীর সফরকালে তিনি রাজ্য কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি, বর্তমান বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ, এআইসিসি ও পিসিসি সদস্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন। এছাড়া, বিভিন্ন রাজ্য থেকে নিযুক্ত ৫০ জনের বেশি পর্যবেক্ষক নেতার সঙ্গেও তিনি বৈঠকে বসবেন।

"এই পর্যবেক্ষকরা নিজ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলায় তিন মাস ধরে অবস্থান করবেন। তারা গ্রামীণ স্তরে সংগঠনের বাস্তব চিত্র যাচাই করবেন এবং কোথায় ঘাটতি রয়েছে বা সম্ভাবনা রয়েছে তা চিহ্নিত করবেন, '' জানান মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটওয়ারি। তাঁর কথায়, "আগামীকাল মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। কারণ এই প্রথমবারের মতো সংগঠন পুনর্গঠনের একটি কাঠামোবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হতে চলেছে।" এদিকে, বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বিদিশা জেলায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের প্রতিনিধিত্ব করা এই এলাকায় ১০০-১৫০ জন প্রশিক্ষিত কংগ্রেস কর্মী গ্রামে-গ্রামে বাস করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন। তৃণমূল স্তরে ১৫ দিনের কাজের ভিত্তিতে একটি বিশদ রিপোর্ট রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জমা দেওয়া হবে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বুথ স্তর থেকে শুরু করে প্রতিটি জেলা ও উন্নয়ন খণ্ডে কংগ্রেস তার সংগঠন পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করছে। "

টানা বৃষ্টিপাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত, এখনো পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় ৫০টি অস্থায়ী শিবির খোলা হয়েছে

আগরতলা, ২ জুন: টানা বৃষ্টিপাতে ত্রিপুরায় বিভিন্ন জেলা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রিপুরা জুড়ে ব্যাপক ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি খোয়াই, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে এবং বাকি পাঁচটি জেলায় আগামীকাল সকাল ৮.৩০ টা পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

এখনো পর্যন্ত মোট ৬৬টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। যেখানে ২, ৯২৬টি পরিবার রয়েছে। যার মধ্যে ১০,৮১৩ জন বন্দী রয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ৫০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে যেখানে ২,৩৫২টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে।

টানা বৃষ্টিপাতে গোমতী, খোয়াই, সিপাহিজলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২১৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে, ১টি সম্পূর্ণ, ১০৪টি গুরুতর, ১২৪টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন চলছে। তাছাড়া, গোমতী জেলায় গাছ পড়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস্তাগুলি বন বিভাগের কর্মীরা পরিষ্কার করেছেন। হাওড়া নদীর জলস্তর গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/EE/MCD/PWD(R&B)/2025-26, Dated:-30-05-2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 13-06-2025 for the following works:-

DNIET No: ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/DNIT/09/2025-26

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 9436460369 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/814/25

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B), ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura

দিল্লি পুলিশের কঠোর অভিযান: পথ অপরাধ দমনে মে মাসে ১৩০ জন গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ২ জুন : দিল্লি পুলিশের পশ্চিম জেলা শাখা মে মাসজুড়ে একটি বড়সড় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ধরনের পথ অপরাধে যুক্ত ১৩০ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ১৫ জন ডাকাত, ৪২ জন ছিনতাইকারী, ১৭ জন চোর এবং ৫৬ জন চুরি মামলার অভিযুক্ত।

দিল্লি পুলিশ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মে মাসে আর্মস অ্যাক্ট, আবগারি আইন, জুয়া আইন এবং এনডিপিএস আইনে মোট ৮১টির বেশি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযানে ২৫ জন পলাতক অপরাধীকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানের সময়ে বিশাল পরিমাণ নগদ টাকা, মোবাইল ফোন, টু-হুইলার এবং গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় খোলা জায়গায় মদ্যপান ও দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ পথ অপরাধ দমনে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ১৫ জন দস্যুকে গ্রেপ্তার করে ১১টি ডাকাতির মামলা সমাধান হয়েছে। ৪২ জন ছিনতাইকারী ধরা পড়ায় ৩২টি মামলার নিষ্পত্তি, উদ্ধার হয়েছে নগদ অর্থ, ১০টি মোবাইল, ৬টি সোনার চেইন ও টু-হুইলার। এছাড়া, ১৭ জন চোর গ্রেপ্তারের ফলে ১৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে মোবাইল, নগদ টাকা, ক্রেডিট কার্ড, লোহার শিট, ব্যাটারি। শুধু তাই নয়, ৫৬ জন সাধারণ চোর ধরা পড়েছে, যার ফলে ৫৫টি চুরির মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তাতে, উদ্ধার হয়েছে ৭টি স্কুটি, একটি মোটরসাইকেল, ৫৫টি মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা।

দিল্লি পুলিশ সংগঠিত অপরাধ দমনের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আর্মস অ্যাক্টে ৩৭টি মামলা রুজু হওয়ায় ৩৮ জন অপরাধী গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ২টি পিস্তল, ৫টি গুলি এবং ৩৬টি ছুরি উদ্ধার হয়েছে। আবগারি আইনে ৩০টি মামলায় উদ্ধার হয়েছে ১৩, ৫০০-এর বেশি দেশি মদের বোতল। এছাড়া, জুয়া আইনে ১২টি মামলায় ৩৮ জন গ্রেপ্তার এবং উদ্ধার হয়েছে ৩,৮৮,১০০ টাকা। পাশাপাশি, এনডিপিএস আইনে ২টি মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ।

এদিকে, প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের ফলে দিল্লি পুলিশ ১২০০ জনের বেশি ব্যক্তিকে খোলা জায়গায় মদ্যপান করায় আটক, ৫৫০ জনের বেশি দাঙ্গাবাজকে বিএনএসএস ১২৬/১৭০ ধারায় গ্রেপ্তার, ৬২ জন অপরাধী বিএনএসএস ১২৬/১৬৯ ধারায় আটক এবং ৫ জনকে ডিপি অ্যাক্টের ৯২/৯৩/৯৭ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ওয়েস্ট ডিসট্রিক্ট) বিচিত্র বীর স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, "আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। পুরো পশ্চিম জেলাজুড়ে একটি সমন্বিত, বহুমুখী কৌশলের মাধ্যমে অপরাধ ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।"

পুলিশ আরও জানিয়েছে, এই অভিযান পথ অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ এবং সমাজবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হিসেবে চালানো হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি আরও জোরদার হয়।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স কাউন্সেলিং - ২০২৫ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশান-এর পক্ষ থেকে TJEE - 2025 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, Online Counselling - এ অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের 4th June থেকে 8th June, 2025-এর মধ্যে বোর্ডের ওয়েবসাইট এ গিয়ে নির্দিষ্ট লিঙ্ক এ ক্লিক করে নিজ-নিজ Registration ID এবং Password দিয়ে login করে Online Registration করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নথি-পত্রাদি আপলোড করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র-ছাত্রীরা Counselling- প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করতে পারবেনা। Choice filling ও Counselling-এর অন্যান্য কর্মসূচীর তারিখ ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইট (https://tbjee.nic.in) নিয়মিতভাবে দেখার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশান এবং কাউন্সেলিং এর জন্যে কোন প্রকার ফি জমা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

Suvadip Paul
(Dr. Suvadip Paul)
Chairman
Tripura Board of Joint Entrance Examination

ICA/D-315/25

হলফনামা

আমি শ্রীমতী রিমা দেবনাথ, পতি- শ্রী টিটন গিরী, সাকিন- হরিহরদোলা, রাধানগর, মধ্যপাড়া, কোনাবন, ডাকঘর- কোনাবন, থানা- বিশালগড়, জিলা-সিপাহীজলা, পিন-৭৯৯১০২ (সম্পূন ঠিকানা), এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম শ্রীমতী রিমা দেবনাথ থেকে পরিবর্তন করে শ্রীমতী রিমা দেবনাথ গিরী (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইলাম। গত ২৩-০৫-২০২৫ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ

কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং ৬৮৪/মে/২৫ এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পরিচিত হইলাম। আমি শ্রীমতী রিমা দেবনাথ ও শ্রীমতী রিমা দেবনাথ গিরী একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত।

সত্যপাঠ

উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য

Rime Debnath Giri

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 30/05/2025

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 06/06/2025 for the following work:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	12/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26 (2nd Call)	Rs. 24,24,843.00	Rs. 48,497.00	60 Days
2	28/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,25,516.00	Rs. 48,510.00	30 Days
3	29/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 14,56,768.00	Rs. 29,135.00	30 Days
4	30/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 21,20,269.00	Rs. 42,405.00	30 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/809/25

(Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala, Tripura

হলফনামা

আমি শ্রী কৃশান রায় (পুরাতন নাম), পিতা শ্রী বৈদ্যনাথ রায়, সাকিন- ৩৪ দামিন সমতল পাড়া, রাঙ্গামাটি, ডাকঘর- রাঙ্গামাটি, থানা- বীরগঞ্জ জিলা- গোমতী পিন-৭৯৯১০১, (সম্পূন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম কৃশান রায় থেকে পরিবর্তন করে শ্রী কিশান রায় নামে পরিচিত হইলাম। গত ১৫-০৫-২০২৫ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং ১৫৮১/মে/২৫ এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। আমি শ্রী কৃশান রায় ও শ্রী কিশান রায় একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত।

সত্যপাঠ

উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

Kishon Roy

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অতি অভিমানী শিশুকে সামলাবেন যেভাবে

আপনজনের প্রতি অভিমান কার না হয়! শিশুরাও ব্যতিক্রম নয়। অভিমান হয় তাদেরও। তবে অভিমান যখন স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন শিশু নিজেও ভোগে ভালো না লাগার এক অনুভূতিতে, আর তার আপনজনেরাও তাকে নিয়ে পড়েন বিপত্তিতে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, শিশুর অতি অভিমানী হয়ে ওঠার দায়টা অনেকাংশেই তার আপনজনদের ওপর বর্তায়। পুষ্টি, স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষার মতোই শিশুর মনের প্রতি যত্নশীল হতে হয় অভিভাবকদের। তবে এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের কাছে শিশুর মনের চাহিদা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু শিশুর অনুভূতিকে তার মতো করে বোঝার চেষ্টা করা খুব জরুরি। নইলে তার আবেগ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা ব্যাহত হয়। সে হয়ে ওঠে অতি অভিমানী। এর জের চলতে থাকে কৈশোরে-তারুণ্যেও। এ প্রসঙ্গে বলছিলেন শিশু-কিশোর ও পারিবারিক মনোরোগবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক এবং যুক্তরাজ্যের সিনিয়র ক্লিনিক্যাল ফেলো ডা. টুম্পা ইন্দ্রানী ঘোষ।

কারণগুলো জানা থাকা জরুরি

ছোটখাটো নেতিবাচক কথাই শিশুর মনোজগতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। ভালো কাজের জন্য প্রশংসার তেমন চল না থাকলেও দুষ্টুমির জন্য কড়া শাসন ঠিকই জোটে। হঠাৎ করে ফেলা দুষ্টুমির জন্য অভিভাবক কিংবা শিক্ষক যদি কটু কথা শোনান, তাতে শিশুর বেশ অভিমান হতে পারে। শারীরিক গড়ন, একাডেমিক ফলাফল কিংবা অন্য কোনো কারণে শিশুর আত্মমর্যাদা কম থাকলেও সে হয়ে উঠতে পারে অতিরিক্ত অভিমানী। নানান বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক এমনকি সহপাঠী বা খেলার সঙ্গীদের কাছ থেকে নেতিবাচক কথা শুনতে শুনতে অভিমান হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। পারিবারিক বিদ্বেষও শিশুকে অভিমানী করে তোলে। তা ছাড়া যে শিশুর মা কিংবা বাবা অতি অভিমানী ছিলেন, সে—ও অতি অভিমানী হতে পারে জিনগত কারণে।

যদি আপনার শিশুটি অতিরিক্ত অভিমানী হয় কারণটা খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ীই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবে অভিমান বা আবেগের মুহূর্তে শিশুকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বা তার কাছে কিছু জানতে চাওয়া ঠিক নয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে কথা বলুন। অভিমানের কারণ খোঁজার সময় অবশ্যই শিশুর প্রতি সহমর্মী হতে হবে। তার আবেগের মূল্য দিন। রেগে যাবেন না। কড়া স্বরে কথা বললে কিংবা ধমক দিলে হিতে বিপরীত হবে। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, তাকে যেন অতি অভিমানী কিংবা অতিরিক্ত জেদি হিসেবে আখ্যায়িত করা না হয়। সে বাড়াবাড়ি করছে এটা বলা হলে সে মানসিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। আপনার চোখে যা বাড়াবাড়ি, সে তা করছে নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই। এটি তার দোষ নয়। বরং পরিস্থিতির কারণেই সে এমন আচরণ করছে। কারণ বুঝে সমাধান শিশুর মনোকষ্ট দূর করতে চেষ্টা করুন। শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলুন বাড়িতে। প্রয়োজনে শিক্ষকের সঙ্গেও আলাপ করুন। সমবয়সী অন্য শিশুর আচরণে নেতিবাচকতা থাকলে আপনি হয়তো তা শোধরাতে সক্ষম হবেন না। তবে আপনার সন্তানকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে পারেন। কারও কারও ক্ষেত্রে মনোরোগবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হতে পারে। সমাধান না করলে-অতি অভিমানী শিশু বড় হওয়ার পরও এর জের রয়ে যায়। আবেগ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা আরও কমে যায়। মনের জোর কম থাকে। মানসিক অশান্তি, হতাশা বা দুশ্চিন্তাতেও ভুগতে হতে পারে। বন্ধুত্ব এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অভিভাবক এবং শিক্ষকের জন্য শিশু পালনের জন্য শিশুর সঙ্গে আবেগীয় সংযোগ ভীষণ জরুরি। শিশুর সঙ্গে কোমল স্বরে কথা বলুন। তার কথা মন দিয়ে শুনুন। শিশু যেন আপনাকে ভয় না করে, বরং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটি হোক ভালোবাসার। বাড়ি যেন শিশুর জন্য স্বস্তির জায়গা হয়। শিক্ষক একটি শিশুর জীবন বদলে দিতে পারেন। স্বপ্ন দেখাতে পারেন তাকে। স্কুল হোক আনন্দময়। ভালো কাজের প্রশংসার রীতি গড়ে উঠুক সব জায়গায়। দুষ্টুমি তো শৈশবেরই এক সহজসরল বৈশিষ্ট্য। সব শিশু একই রকম হবে না, তবে ভালোবেসে বুঝিয়ে বললে যেকোনো শিশুকে খারাপ দিক থেকে ফেরানো সহজ। ভালোবাসায় পূর্ণ হোক সবার শৈশব।

বিদেশি হলেই কি তা ভালো প্রসাধনী?

আজকাল প্রায়ই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নকল কসমেটিকস কারখানার খোঁজ পাওয়া যায়। যেখানে মেলে বিশ্বের নামীদামি ব্র্যান্ডের সব প্রসাধনী। বিভিন্ন ধরনের নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে দেশেই এসব তৈরি করা হয়। আসল পণ্যের মতো দেখতে এসব প্রসাধনী ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন দোকানে। ক্রেতারা অনেক সময় না বুঝেই এসব প্রসাধনী কিনছেন এবং ব্যবহার করে ডেকে আনছেন স্বাস্থ্যঝুঁকি। নকল ও নিম্নমানের এসব প্রসাধনী ত্বক ও শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ তো হতে পারেই, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে লিভার ও কিডনিও।

কীভাবে বুঝবেন পণ্যটি আসল বা নকল

সাধারণ ক্রেতা কীভাবে বুঝবেন যে তিনি বিদেশি প্রসাধনীটি নকল কিনছেন? এ বিষয়ে কথা হলো ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান দ্য আলমসের স্বত্বাধিকারী সানজিদা আলমের সঙ্গে। যিনি পেশায় একজন চিকিৎসকও।

সাধারণত পণ্যের গায়ের বারকোড স্ক্যান করে সেটিকে আসল-নকল বলে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত, বারকোড যেহেতু অনলাইনেই পাওয়া যায়, তাই যে কেউ চাইলে নকল পণ্যেও বারকোড বসিয়ে বিক্রি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, এমন অনেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যারা কেবল নির্দিষ্ট দেশ বা স্থানীয় বাজারের জন্য পণ্য তৈরি করে। তারা হয়তো সেসব পণ্যের তথ্য অনলাইনে হালনাগাদই করে না। ফলে সেই দেশের স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা পণ্যের গায়ের বারকোড যখন অন্য দেশে বসে কেউ স্ক্যান করার চেষ্টা করবে, তখন সেখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই বারকোড স্ক্যান করে আসল-নকল পণ্য চিহ্নিত করার বিষয়টি এত সহজ নয়। সে ক্ষেত্রে আসল পণ্য চেনার উপায় কী হতে পারে জানতে চাইলে সানজিদা আলম বলেন, 'কোনো প্রসাধনী কেনার আগে অনলাইনে সেটি সম্পর্কে জেনে নিন। অর্থাৎ সেটির টেক্সচার কেমন, পারফরম্যান্স কেমন, প্যাকেজিংটা কেমন ইত্যাদি। কেনার সময় সেসব মিলিয়ে নিন। আবার দামের বিষয়টি মাথায় রাখুন। এখন দেশের অনেক দোকানে হুদা বিউটি, ম্যাক, এনওয়াইএক্সের কসমেটিকস অনেক কম দামে বিক্রি হয়। যে পণ্যটির দাম তাদের ওয়েবসাইটেই ৩০---৪০ ডলার, সেটি কোনোভাবেই বাংলাদেশের বাজারে দেড় হাজার টাকায় বিক্রি করা সম্ভব নয়। কেউ যদি বলে সে ৯০ শতাংশ ছাড়ে কিনে এনেছে, তাহলেও সেটি অনলাইনে যাচাই করে নিন।'

এসব পণ্যের প্যাকেজিংটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে এমন সব প্যাকেজিংয়ে বিদেশি প্রসাধনী পাওয়া যায়, যেসব হয়তো মূল কোম্পানিটি কোনো দিন চোখেও দেখেনি। তাই প্যাকেজিংটাও মিলিয়ে নেওয়াও জরুরি।

অনলাইন থেকে পণ্য কিনলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটির পরিচিতি কেমন, অনলাইনে তাদের রিভিউ কেমন, প্রয়োজন অনুযায়ী তারা পণ্য কেনার রসিদ বা ওয়েবসাইটের অর্ডারের রসিদ দেখাতে পারছে কি না, দেখে নেওয়ার কথা জানালেন সানজিদা। তিনি বলেন, 'কোনো সেলার যদি কার্গোতে করে বা স্যুটকেসে করেও পণ্য আনেন, তাহলেও তার কাছে পণ্যের রসিদ থাকবে। সন্দেহ হলে সেটা দেখতে চান। এভাবে উৎস নিশ্চিত হতে পারলে আসল পণ্য কেনা সম্ভব।'

নকল পণ্যে যেসব ক্ষতি হতে পারে

প্রতিদিন নকল পণ্য ব্যবহার করলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে লিভার ও কিডনি। দেখা দিতে পারে হরমোনের ভারসাম্যহীনতাও। সানজিদা আলম বলেন, প্রসাধনী পণ্য যেসব দেশে তৈরি হয়, সেখানে নির্দিষ্ট কিছু গাইডলাইন থাকে এবং তা মেনেই পণ্যগুলো তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ একটি প্রসাধনীতে কোন রাসায়নিক কী পরিমাণে ব্যবহার করা যাবে, তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকে। কিন্তু যখন নকল পণ্য তৈরি হয়, তখন তো আর এসব নিয়ম মেনে চলা হয় না। ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন রাসায়নিকের মাত্রার কোনো ঠিক থাকে না।

এসব রাসায়নিক ত্বক থেকে সরাসরি মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। এই রক্তে মিশে যাওয়া ক্ষতিকর রাসায়নিক লিভার হয়ে কিডনিতে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত এসব রাসায়নিক লিভার ও কিডনির কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। আবার শরীরের হরমোনের মাত্রা এবং ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ফলে হজমে সমস্যা হয়, হৃদ্রোগ বেড়ে যায়, দেখা দেয় বন্ধ্যত্বের মতো সমস্যাও।'

বাংলাদেশে সাধারণত ক্রিম, শ্যাম্পু, ফাউন্ডেশন, লিপস্টিক ও আইলাইনারের মতো প্রসাধনী বেশি নকল হয়ে থাকে। তাই এসব পণ্য কেনার ব্যাপারে বেশি সতর্ক থাকা জরুরি।

মশা কোন ধরনের মানুষকে বেশি কামড়ায়

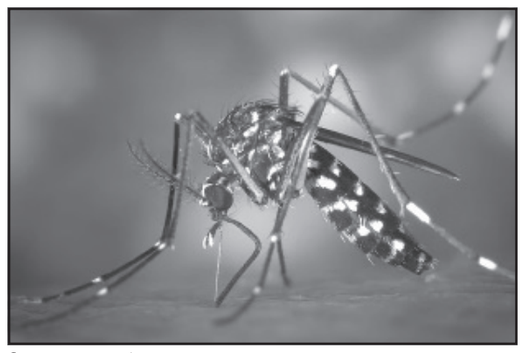

মশা কি সবাইকে কামড়ায়? অনেকেই উত্তর দেবেন, না। কারণ, একসঙ্গে অনেক মানুষ অবস্থান করলেও নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে বেশি কামড়ে থাকে মশা। এর কারণ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রকেফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। যেসব মানুষের ত্বকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি, তাঁদের মশা বেশি কামড়ে থাকে বলে এক গবেষণায় দেখেছেন তাঁরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ত্বকের গন্ধের কারণে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি মশা বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যদিও মশা কেন এই রাসায়নিক বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এই গবেষণার তথ্য কার্যকর মশানিরোধক তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

সেল জার্নাল সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে, যেসব মানুষের ত্বকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকে, তাঁরা স্ত্রী এডিস মশার কাছে ১০০ গুণ বেশি আকর্ষণীয়। এই মশা ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, হলুদ জ্বর ও জিকার মতো রোগের বিস্তারের জন্য দায়ী। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ত্বক থেকে প্রাকৃতিক গন্ধ সংগ্রহ করা হয়। পরে তা দুটি পৃথক ফাঁদের দরজার পেছনে রাখা হয় মশাকে আকর্ষণ করার জন্য।

গবেষণা ফলাফলের বিষয়ে বিজ্ঞানী লেসলি ভোশালের বলেন, মশা বিশেষভাবে একটি নমুনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অনেকের ত্বকে অ্যাসিডের নির্গমনের হার বেশি। তাঁদের ত্বকে বেশি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হয়। মশা মানুষের ত্বকের কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের উচ্চমাত্রার গন্ধে আকৃষ্ট হয়।

প্লাস্টিকের চেয়ে কি কাঠের চিরুনি চুলের জন্য ভালো

চুল আঁচড়াতে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করেন অনেকে। মিসর, চীন, জাপানসহ বেশ কিছু প্রাচীন সভ্যতায় কাঠের চিরুনি ব্যবহার ছিল। এখন অনেক অনলাইন উদ্যোক্তা কাজ করছেন কাঠের চিরুনি নিয়ে। কথা হচ্ছিল 'দীঘল'-এর স্বত্বাধিকারী নিশাত মেহেদীর সঙ্গে। কাঠের চিরুনি নিয়ে কাজ করেন তারা। বলছিলেন, প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ থেকেই কাঠের চিরুনি বেছে নিচ্ছেন অনেকে।

ঢাকার হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আফজালুল করিম বলেন, 'চুলের ধরন অনুযায়ী চিরুনি নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক চিরুনি ব্যবহার না করলে চুল ও মাথার ত্বকে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কাঠের চিরুনির দাঁতের তীক্ষ্ণতা সাধারণত প্লাস্টিকের চিরুনির তুলনায় অনেকটাই কম হয়ে থাকে। ফলে কাঠের চিরুনি ব্যবহারে মাথার ত্বকে ক্ষত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পায়। বিশেষ করে যাঁদের মাথার ত্বক সংবেদনশীল, তাঁদের জন্য কাঠের চিরুনি ব্যবহার অনেক বেশি উপকারী।'

চুলের সঠিক যত্নে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করার বেশ কিছু উপকারিতার কথা জানালেন পারসোনা হেয়ার অ্যান্ড বিউটি লিমিটেডের পরিচালক নুজহাত খান। চুলে ক্ষতির আশঙ্কা কমে- প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহারের ফলে চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; যা দিয়ে চুল আঁচড়ালে অনেক সময় চুল রুক্ষ হতে পারে। কাঠের চিরুনি স্থির বিদ্যুৎ তৈরি করে না, তাই চুল দেখতেও রুক্ষ মনে হয় না। সহজে জট ছাড়ানো যায় ও চুলের ভেঙে পড়া কমে কাঠের চিরুনি দিয়ে খুব সহজে মসৃণভাবে চুল আঁচড়ানো যায়, ফলে ঘর্ষণ কম হয়। চুল ভেঙে পড়া ও চুলের ডগা ফাটার আশঙ্কাও কমে যায়। লম্বা ও ঘন চুলের জন্য প্রশস্ত দাঁতের কাঠের চিরুনি ব্যবহার করা ভালো। রক্ত সঞ্চালন বাড়ে ও মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে কাঠের চিরুনির ভোঁতা ও মসৃণ দাঁত মাথার ত্বকে হালকাভাবে ম্যাসাজের অনুভূতি দেয়, যা মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্পে রক্তপ্রবাহ বাড়ায় এবং চুলের গোড়ায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে। এতে চুল দ্রুত বেড়ে ওঠে ও মাথায় খুশকি থাকলে তা কমে যায়।

প্রাকৃতিক তেলের সুষম বণ্টন- আমাদের মাথার ত্বক থেকে প্রাকৃতিকভাবেই একধরনের তেল (সিরাম) নিঃসৃত হয়। কাঠের চিরুনি সিরামকে চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এতে চুল উজ্জ্বল দেখায় এবং অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব কমে যায়।

কাঠের চিরুনি প্লাস্টিকের তুলনায় পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হওয়ায় এটি পরিবেশের জন্যও ভালো।

নিম কাঠের চিরুনির ব্যবহার খুশকি ও মাথার ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে সাহায্য করতে পারে। এ ছাড়া চুল আঁচড়াতে এখন অনেকেই চন্দন কাঠের চিরুনিও বেছে নিচ্ছেন।

ভাতের মাড় ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী

উজ্জ্বল ত্বক ও স্বাস্থ্যকর চুল পেতে কে না চায়! এই দুই ক্ষেত্রে উন্নতিতে ভাতের মাড়ের আছে দারুণ কার্যকর। এক হাজার বছর আগে জাপানে সৌন্দর্যচর্চায় চাল ধোয়া জল ও ভাতের মাড় ব্যবহৃত হতো। সময়ের সঙ্গে তা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায়। আর এটি এমনই এক রূপচর্চার উপাদান, যা আপনি খুব সহজে, প্রায় বিনা খরচে বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন।

কীভাবে বানাবেন

তিনভাবে 'রাইস ওয়াটার' বা চাল ধোয়া জল বানাতে পারেন।

১. আধা কাপ চাল দুই কাপ জলে ৩০ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখুন।

২. ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখা চালের জল ২৪—৪৮ ঘণ্টা ঘরে রেখে ফার্মেন্টেড করেও ব্যবহার করতে পারেন। যখনই গন্ধ বের হবে, বুঝবেন, এখন এটা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। এই জল একটা স্প্রে বোতলে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন। ৩. এটা তো সবার জানা, চাল সেদ্ধ করার পর অতিরিক্ত যে জল ফেলে দেওয়া হয়, সেটিই ভাতের মাড়। আরে এই ভাতের মাড় একটা পাত্রে নিয়ে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে ব্যবহার করতে পারেন।

ত্বকের যত্নে- ১. ত্বক উজ্জ্বল করে: চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড়ে আছে ভিটামিন বি, সি ও ই, যা ত্বকের কালো দাগ কমিয়ে ত্বক উজ্জ্বল করে। ২. অ্যান্টি-এজিং: চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড় অ্যান্টি -অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ, যা ফ্রি-র‍্যাডিকেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর ত্বক সজীব রাখতে সহায়তা করে। ৩. প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার: চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড় ত্বক কোমল করে, পুষ্টি জোগায়। ৪. অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি গুণ: ত্বকে র্যাশ বা লাল লাল ভাব, ফুলে ওঠার বিরুদ্ধে কাজ করে। ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে ও ওপরের স্তর পরিষ্কার রেখে ব্রণ রুখে দিতেও সহায়ক।

কীভাবে ব্যবহার করবেন- টোনার হিসেবে: মুখ ভালো করে ধুয়েমুছে নিন। এবার চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড় তুলায় লাগিয়ে তা মুখের সবখানে লাগান।

ফেস মাস্ক: চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড়ের সঙ্গে চালের গুঁড়া মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে মুখে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন।

ক্লিনজার: ফেসওয়াশের বদলেও ব্যবহার করতে পারেন। ভাতের মাড় দিয়ে মুখে ম্যাসাজ করুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

চুলের যত্নে- চালের জল বা ভাতের মাড়ে আছে অ্যামিনো অ্যাসিড, যা চুল শক্তিশালী করেমডেল: ১. চুল হয় শক্তিশালী: চালের জল বা ভাতের মাড়ে আছে অ্যামিনো অ্যাসিড, যা চুল শক্তিশালী করে। চুলের ভাঙন রোধ করে। ২. ঝলমলে ও সিল্কি: চুল ঝলমলে ও সিল্কি করতে সাহায্য করে। ৩. নতুন চুল গজায়: ফার্মেন্টেড চালের জলে কপ্রকার কার্বোহাইড্রেট থাকে। এটি নতুন করে চুল গজাতে ও চুলের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। ৪. খুশকি দূর করে: এর অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি গুণাগুণ মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখে। খুশকি দূর করতেও সহায়ক।

কীভাবে ব্যবহার করবেন- কন্ডিশনার হিসেবে: শ্যাম্পু করার পর চুলে ও মাথার ত্বকে ভালোভাবে ভাতের মাড় লাগিয়ে নিন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন। এবার ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। হেয়ার মাস্ক: চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড়ের সঙ্গে ভালোভাবে অ্যালোভেরার রস মেশান। এবার এটি হেয়ার মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করুন। লিভ-ইন কন্ডিশনার: চুল ঝলমলে দেখাতে, চুলের ভলিউম বাড়াতে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে পরিষ্কার চুলে ভাতের মাড় বা চাল ধোয়া জল ব্যবহার করতে পারেন।

গরমেও ত্বক যেভাবে ঠান্ডা রাখবেন

গরমে ত্বক ঠান্ডা রাখা অনেকটা মেজাজ ঠান্ডা রাখার মতোই কঠিন। ত্বক ও মনদুটোই এ সময় কারণে---অকারণে গরম হয়ে যায়। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ায় ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও এখন সাধারণ। চুল পড়া, ব্রণ বেড়ে যাওয়ার সমস্যাগুলোও দেখা যায়। গরমের সময় বাইরের তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকে, শরীরেও সেটার প্রভাব পড়ে। তবে সমাধানও আছে।

গরমে রোমকূপের মুখ খুলে যায়, ফলে ঘাম হয় বেশি। বাইরে বের হলে যতটা সম্ভব সুরক্ষা নিয়েই বের হতে হবে। ত্বক ঠান্ডা রাখার জন্য বেশি বেশি পানি পান করুন, ঢিলেঢালা পোশাক পরুন, ত্বক ঠান্ডা রাখবে, এমন উপকরণ ব্যবহার করুন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে রোদে যাবেন না। যদি যেতেই হয়, ছাতা, রোদচশমা, পানির বোতল, রুমাল, হ্যান্ডফ্যান, সানস্ক্রিনের মতো জিনিসগুলোর যথাযথ ব্যবহার করুন। ব্রণপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন ছোট কিছু বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিলেন। যেমন সকালবেলা সম্ভব হলে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করে বের হোন। চুল বাঁধার আগে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এতে দিনের একটা বড় সময় সতেজ বোধ করবেন।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যা

শুষ্ক ত্বক এ সময় সাধারণ ত্বক হয়ে যায়। বিষয়টি অবশ্যই ভালো। তবে অনেকেই অভিযোগ করেন, ত্বকে বাড়তি শুষ্কতা দেখা দেয় এ সময়। একটা কারণ, অনেকটা সময় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থাকা। আরেকটি হলো কম জল পান করা। কখনো কখনো আবহাওয়ার কারণেও এমনটা হতে পারে। গরম ভেবে ত্বকে ক্রিম না লাগানো বা যথাযথ যত্ন না নেওয়ার কারণেও হতে পারে অনেক সমস্যা। শুষ্ক ত্বকে দানা দানা হলে বা চামড়া উঠতে থাকলে অ্যালোভেরা বা ঠান্ডা গোলাপ জল ব্যবহার করতে পারেন।

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা বেশি হয় এ সময়। এ ধরনের ত্বকে যেন তেল না জমতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছবি তোলার আগে কিন্তু অনেকেই চেহারা মুছে নেন, ছবিতে যেন তেল চকচকে চেহারা ফুটে না ওঠে। অন্যান্য সময়েও এই মনোভাব রাখতে হবে। সকালটা শুরু করতে পারেন বরফ ব্যবহার দিয়ে। বড় বোলে বরফ নিয়ে চেহারা ডুবিয়ে রাখার ট্রেন্ডটা জনপ্রিয় করে তুলেছেন অভিনেত্রীরা। বিষয়টি কষ্টকর হলেও উপকারী। ১০ সেকেন্ড করে ৫-৬ বার চেহারা বরফের বোলে ডুবিয়ে রাখুন। ত্বকের সাধারণ সমস্যাগুলোর একটি হলো রোমকূপ বড় হয়ে যাওয়া। ছিদ্রগুলো বড় হয়ে খোলা থাকলে তেল, ময়লা, ধুলা ঢুকে যায়। বরফে চেহারা ডোবালে এই ছিদ্রগুলোই ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে। পাশাপাশি এটা ত্বককে টান টান রাখবে। এই আইস ওয়াটার থেরাপি বলিরেখা রোধেও সহায়তা করে। যদি বাড়িতে থাকেন, তাহলে দুপুরের দিকে এ প্রক্রিয়া করতে পারেন। কারণ, এ সময় গরম বেশি থাকে। দাওয়াতে যাওয়ার আগেও বরফের ব্যবহার করতে পারেন। কাপড়ের মধ্যে বরফের টুকরা নিয়ে ত্বকে বোলান। আইস রোলারও ব্যবহার করতে পারেন। এতে ত্বকের রোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, মেকআপও ভালোমতো বসবে। জল বেশি থাকে এ রকম ফল খেতে হবে বেশি করে। পেট ঠান্ডা থাকবে। শরীরের ভেতরটা ডিটক্স করতে পারলে বাইরের ত্বকও ভালো থাকবে। ভিটামিন সি আছে, এমন ফল ও ফলের রস খেতে পারেন। উপকার পাবেন। এ সময় ত্বকের ওপর মধু ব্যবহার করবেন না। এতে ত্বক গরম হয়ে যাবে। বরং মুলতানি মাটি, শসা, অ্যালোভেরা ত্বক ঠান্ডা রাখবে। ত্বকে শসা ব্যবহার করুন। শসা ভালো করে ধুয়ে ফ্রিজে রাখুন। ঠান্ডা অবস্থায় বের করে গ্রেট করে নিন। ত্বকের ওপর লাগিয়ে রাখুন। আরাম পাবেন। সংবেদনশীল ত্বক আরাম পাবে। ত্বকের পোড়া দাগ আর মলিনতা দূর করার জন্য আফরোজা পারভীনের পরামর্শ, ঠান্ডা দইয়ের সঙ্গে হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে ত্বকে দিন। টক দইয়ের সঙ্গে পুদিনাপাতা, ধনেপাতা, পিংক সল্ট দিয়ে বানানো শরবতও ভেতর থেকে শরীর ঠান্ডা করবে।

সোমবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপ রায় বর্মন ও আশিস সাহা।

চাইবাসা আদালতের জারি জামিন অযোগ্য পরোয়ানা বাতিল চেয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্ত রাহুল গান্ধী

রাঁচি, ২ জুন : লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে এক নতুন আবেদন দাখিল করেছেন। এই আবেদনে তিনি চাইবাসার এমপি-এমএলএ বিশেষ আদালতের জারি করা জামিন অযোগ্য পরোয়ানা বাতিলের অনুরোধ জানিয়েছেন। ২০১৮ সালের একটি মামলার প্রেক্ষিতে এই পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তৎকালীন বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন, এমনই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, চাইবাসা আদালত ২২ মে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্ট জারি করেছে। কারণ তিনি আগের সমনগুলির প্রতি সাড়া দেননি। আদালত তাঁকে আগামী ২৬ জুন স্বশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

রাহুল গান্ধীর আইনজীবীরা হাইকোর্টে যুক্তি দিয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই দণ্ডবিধির ২০৫ ধারার অধীনে একটি আবেদন করেছেন যাতে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজিরা থেকে অব্যাহতি চাওয়া হয়েছে।

সেই আবেদন এখনও বিচারাধীন থাকার পরও জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করাকে আইনত অগ্রহণযোগ্য ও অসময়ে পদক্ষেপ বলে দাবি করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ৯ জুলাই চাইবাসার বাসিন্দা প্রতাপ কাটিয়ার কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা শুরু হয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়েছিল, রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের একটি সভায় মন্তব্য করেছিলেন, "একজন খুনি কংগ্রেসে জাতীয় সভাপতি হতে পারে না।

কংগ্রেস কর্মীরা কখনও একজন খুনিকে সভাপতি হিসেবে মেনে নেবে না এটা শুধু বিজেপিতেই সম্ভব।" এই বক্তব্যকে অমিত শাহের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হয়েছে।

প্রথমে এপ্রিল ২০২২-এ চাইবাসা আদালত একটি জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছিল। কিন্তু রাহুল গান্ধী তাতে সাড়া দেননি। পরে ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ আদালত জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করে।

তাঁর আইনি টিম তখন ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করে, যা ট্রায়াল কোর্ট খারিজ করে দেয়। এরপর রাহুল গান্ধী ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে গিয়ে অস্থায়ী স্বস্তি পান। তবে মামলাটি এখনও বিচারাধীন থাকাকালীন নিম্ন আদালতের সাম্প্রতিক জামিন অযোগ্য পরোয়ানা তাঁকে ফের হাইকোর্টে যেতে বাধ্য করেছে বলে দাবি।

নকল এনসিইআরটি পাঠ্যবই উৎপাদন

বিতরণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২ জুন : এনসিইআরটি পাঠ্যবইয়ের নকলের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করে গত ১৪ মাসে এনসিইআরটি এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ৫ লক্ষেরও বেশি নকল এনসিইআরটি পাঠ্যবই, বিপুল পরিমাণ ছাপার কাগজ এবং প্রিন্টিং যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ২০ কোটি টাকার বেশি। একই সঙ্গে নকল বই ছাপানো, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত প্রিন্টার, গোডাউন মালিক ও খুচরা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে মোট ২৯টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

এই ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যেতে এনসিইআরটি ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মুজাফরনগরে একটি গুদামে অভিযান চালিয়ে ১.৫ লক্ষের বেশি নকল পাঠ্যবই, একটি ট্রাক ও দুটি গাড়ি সহ পাঠ্যবই এবং প্রচুর ছাপার প্লেট উদ্ধার করেছে। ঘটনাস্থল থেকেই আটজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তী অভিযানে, হরিয়ানার সমালখা-র একটি ছাপাখানায় হানা দিয়ে নকল পাঠ্যবই ছাপাতে ব্যবহৃত প্রচুর ছাপার প্লেট, নকল বইয়ের কপি এবং যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়েছে। এই চক্রের মূলহোতাদের চিহ্নিত করতে তদন্ত চলমান।

নকল পাঠ্যবইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে যা এনসিইআরটি এবং সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায় বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে, এনসিইআরটি পাঠ্যবইয়ের কাগজ ও মুদ্রণের গুণমান উন্নতকরণ, সময়মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক পাঠ্যবই ছাপানো ও বাজারে সহজলভ্য করা, নকল বইয়ের ছাপানো, বিতরণ ও বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ, কাশীপুরে অবস্থিত একটি অবৈধ কাগজকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, যারা নকল এনসিইআরটি ওয়াটারমার্ক কাগজ প্রস্তুত করছিল, প্রধান ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে এমআরপি মূল্যে এবং ডেলিভারি চার্জ ছাড়াই এনসিইআরটি বই সরবরাহ এবং আইআইটি কানপুর দ্বারা উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক অ্যান্টি-পাইরেসি সমাধান পরীক্ষামূলকভাবে ১০ লক্ষ কপিতে প্রয়োগ, আগামী শিক্ষাবর্ষে সকল বইয়ে প্রয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এনসিইআরটি জানিয়েছে, তারা ভবিষ্যতেও নকল পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ চালিয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, কোথাও নকল এনসিইআরটি বই বিক্রির খবর পেলে দ্রুত জানাতে।

মিজোরামে ৯.৭২ কোটি টাকার মেথ জব্দ, গ্রেফতার ১

আইজল, ২ জুন: ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) মিজোরাম শাখা ৯.৭২ কোটি টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ মেথামফেটামিন ট্যাবলেট জব্দ করেছে এবং এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মাদকগুলো মিয়ানমার থেকে পাচার করা হয়েছিল, যা চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ডিআরআই কর্মকর্তারা ৩০শে মে আইজল জেলার সেলিং-এ একটি গাড়ির পিছনের আসনের একটি গোপন চেম্বার থেকে ১০টি প্যাকেট উদ্ধার করেন, যাতে ৯.৭২ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট লুকানো ছিল। এরপরই এই বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জব্দকৃত মাদক ও গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ১৯৮৫ সালের নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সেস অ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেথামফেটামিন ট্যাবলেট, যা "ক্রেজি ড্রাগ" নামেও পরিচিত, ভারতে নিষিদ্ধ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই নিষিদ্ধ মাদক ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের জোকথাওয়ার সেক্টর দিয়ে মিয়ানমার থেকে মিজোরামে পাচার করা হয়েছিল।

ডিআরআই জানিয়েছে, জানুয়ারি মাস থেকে মিজোরামে ৭২ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ মেথামফেটামিন জব্দ করা হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে মাদক সংক্রান্ত মামলায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মিজোরামের আবগারি বিভাগও জানুয়ারি থেকে ২৬শে মে পর্যন্ত ২৬.৪ কেজি হেরোইন এবং ৬৭.১ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট জব্দ করেছে। একই সময়ের মধ্যে ৪৮ কেজি ক্রিস্টাল মেথ, ১৩২.৯ কেজি গাঁজা এবং ৯৪৫ গ্রাম আফিমও উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির ৪ঠা জুন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক: "অপারেশন সিন্দূর" নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২ জুন, ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ৪ঠা জুন বিকেল ৪:৩০ মিনিটে মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠক আহ্বান করেছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। এই বৈঠকটি গত ২২শে এপ্রিলের পাহালগাম হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের পাল্টা পদক্ষেপ "অপারেশন সিন্দূর" শুরু করার পর প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভারত এই অভিযানের অধীনে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর (ঞ্জঞ্জঞ্জ)-এর নয়টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের সমস্ত আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি নিশ্চিত করেছেন যে "অপারেশন সিন্দূর" বর্তমানে চলছে এবং সরকার সন্ত্রাসবাদের প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়ায় একটি 'নতুন স্বাভাবিক' প্রতিষ্ঠা করেছে বলে পুনরায় জোর দিয়েছেন।

এদিকে, বিরোধী দলগুলি "অপারেশন সিন্দূর" এবং পাহালগাম সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানিয়েছে। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, জেনারেল অনিল চৌহান সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন স্বীকার করেন যে "অপারেশন সিন্দূর"-এর প্রথম দিকে ভারত 'ভুল' করেছিল, তবে তিনি স্পষ্ট করেন যে ভুলগুলি 'সংশোধন' করা হয়েছে। এই মন্তব্যের পর বিশেষ অধিবেশনের দাবি আরও জোরালো হয়। জেনারেল চৌহান এই প্রথম স্বীকার করেছেন যে অভিযানে ভারত একটি অনির্দিষ্ট সংখ্যক যুদ্ধবিমান হারিয়েছে।

সাংরি-লা ডায়ালগের ফাঁকে ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল অনিল চৌহান অবশ্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দাবি খারিজ করে দিয়েছেন যে তারা চারটি রাফাল সহ ছয়টি ভারতীয় জেট বিমান গুলি করে নামিয়েছিল, এটিকে 'একেবারে ভুল' বলে অভিহিত করেছেন। জেনারেল চৌহান বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জেট বিমানটি ভূপাতিত হওয়া নয়, বরং কেন তা ভূপাতিত হয়েছিল... কেন সেগুলো ভূপাতিত হয়েছিল, কী ভুল হয়েছিল - সেগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই বিষয়টি হাতে নিয়ে বলেছেন যে সরকারের উচিত পাকিস্তানের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে "অপারেশন সিন্দূর" নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা। এই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিঙ্গাপুরে জেনারেল চৌহানের স্বীকারোক্তির প্রতিক্রিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে 'জাতিকে বিভ্রান্ত করার' অভিযোগও তুলেছেন।

বিদ্যুৎচালিত যাত্রীবাহী গাড়ির উৎপাদন বাড়াতে ভারতের নতুন প্রকল্প, বৈশ্বিক বিনিয়োগ টানার লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ২ জুন --- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সরকার দেশীয় যাত্রীবাহী গাড়ি উৎপাদনে বিশেষ করে ইলেকট্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে একটি অগ্রগামী প্রকল্প অনুমোদন করেছে। "ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার কার নির্মাণ প্রকল্প" নামক এই প্রকল্প ভারতের ২০৭০ সালের মধ্যে নিট-শূন্য কার্বন নির্গমন অর্জনের লক্ষ্য, টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করার জাতীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতকে বৈশ্বিক অটোমোবাইল নির্মাণ এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকল্পের আওতায় বৈশ্বিক ইভি নির্মাতারা ভারতে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে এবং দেশের "মেক ইন ইন্ডিয়া" ও "আত্মনির্ভর ভারত" লক্ষ্য আরও এক ধাপ এগোবে। ভারী শিল্প মন্ত্রক ১৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রকল্পটির বিস্তারিত নির্দেশাবলি প্রকাশ করেছে। একই দিনে অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব বিভাগ প্রকল্প অনুসারে আমদানি শুল্ক হ্রাসের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। শীঘ্রই প্রকল্পে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। প্রকল্প অনুসারে, অনুমোদিত আবেদনকারীদের পাঁচ বছরের জন্য কমপক্ষে ৩৫,০০০ মার্কিন ডলারের ঙ্খজ্জচ মূল্যের সম্পূর্ণ নির্মিত বৈদ্যুতিক ফোর-হুইলার ১৫ হ্রাসকৃত কাস্টমস ডিউটি-তে আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে আবেদনকারীদের ৪,১৫০ কোটি টাকার ন্যূনতম বিনিয়োগ করতে হবে। "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারী শিল্প মন্ত্রক একটি ভবিষ্যতদর্শী প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যার লক্ষ্য দেশীয়ভাবে যাত্রীবাহী গাড়ি নির্মাণে বিশেষত ইলেকট্রিক যানবাহনের বিকাশ। এই প্রকল্প ভারতের নিট-শূন্য কার্বন লক্ষ্য, টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশ সুরক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই প্রকল্প কৌশলগতভাবে ভারতকে বৈশ্বিক ইভি উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এতে ৪,১৫০ কোটির ন্যূনতম বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা বৈশ্বিক ও দেশীয় কোম্পানিগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি নির্মাণ কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পরিকল্পিত শুল্ক ছাড় এবং দেশীয় মূল্য সংযোজন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে প্রকল্পটি বিদেশি প্রযুক্তির সঙ্গে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

দেশীয় মূল্য সংযোজনের বাধ্যতামূলক লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে প্রকল্পটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং বৈশ্বিক ও দেশীয় উভয় কোম্পানিকেই ভারতের সবুজ পরিবহণ বিপ্লবের সক্রিয় অংশীদার হতে উৎসাহিত করবে।"

চিরাগ পাসওয়ানের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন: বিজেপির উপর চাপ নাকি নীতীশ কুমারের বিকল্প হওয়ার কৌশল ?

পাটনা, জুন ২, ২০২৫: লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস)-এর সুপ্রিমো চিরাগ পাসওয়ানকে আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে একটি সাধারণ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাঁর দলের জোরালো সমর্থন, তাঁর জাতীয় রাজনীতি থেকে রাজ্য রাজনীতিতে স্থানান্তরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই পদক্ষেপটি সম্ভবত তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদের দিকে চালিত করছে।

রবিবার চিরাগের ভগ্নিপতি এবং সাংসদ অরুণ ভারতী সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট করে জল্পনা তৈরি করেছেন। তিনি বলেছেন যে দলের কর্মীরা চান চিরাগ আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কোনো সংরক্ষিত আসন থেকে নয়, একটি সাধারণ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন। এর মাধ্যমে একটি জোরালো বার্তা দেওয়া যাবে যে তিনি শুধুমাত্র দলিত সম্প্রদায়ের নেতা নন, বরং এখন রাজ্যের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। এই পোস্টগুলি জুনিয়র পাসওয়ানের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মজার বিষয় হলো, এই আলোচনা শুরু হয়েছিল যখন চিরাগ, যিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী, দিল্লিতে না থেকে রাজ্য রাজনীতিতে মনোযোগ দিতে বিহারে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

এই জল্পনা সম্পর্কে চিরাগ বলেন, 'আমি আগেও বলেছি যে আমি দীর্ঘদিন জাতীয় রাজনীতিতে থাকতে চাই না। রাজনীতিতে আসার একমাত্র কারণ ছিল বিহার এবং বিহারবাসী। আমার লক্ষ্য সবসময়ই "বিহার ফার্স্ট, বিহারী ফার্স্ট" ছিল এবং আমি সবসময় চাই বিহার উন্নতি লাভ করুক এবং অন্যান্য উন্নত রাজ্যের সমকক্ষ হোক।'

তিনি আরও বলেন, 'এবং তৃতীয়বারের মতো সাংসদ হওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে দিল্লিতে এটা সম্ভব হবে না। আমি দলের কাছে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি যে আমি শীঘ্রই বিহারে ফিরতে চাই।'

চিরাগ পাসওয়ান একজন তিনবারের সাংসদ এবং বর্তমানে মোদি সরকারের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে জামুই (তফসিলি জাতি) থেকে এবং ২০২৪ সালে হাজিপুর (তফসিলি জাতি) থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, চিরাগ কেন্দ্রে থাকতে অনিচ্ছুক এবং এখন রাজ্য রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য আগ্রহী।

তাঁর দল এই ধারণা প্রচার করছে যে চিরাগ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাজ্যের নেতৃত্ব দেবেন, যা জোরালোভাবে ইঙ্গিত দেয় যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে নজর রেখেছেন।

উল্লেখ্য, এনডিএ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে আসন্ন বিহার নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হবে, যদিও তাঁর জনপ্রিয়তা কমছে।

ধারণা করা হচ্ছে যে চিরাগ কেবল নীতীশ কুমারের স্বাস্থ্যের অবনতি এবং জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া সম্পর্কে সচেতন নন, বরং বর্তমান রাজনৈতিক শূন্যতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন।

এই জল্পনা সম্পর্কে চিরাগ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নীতীশ কুমারকে প্রতিস্থাপন করা হবে না।

তিনি বলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদে কোনো শূন্যতা নেই। নির্বাচনের পর নীতীশ কুমারই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।'

চিরাগের রাজ্য রাজনীতিতে ফেরার বিষয়ে বিহারের রাজনৈতিক মহলে আরেকটি তত্ত্ব হলো যে তিনি এনডিএ-তে আসন ভাগাভাগির চুক্তির জন্য বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে চিরাগ তাঁর রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যখন তাঁর দল, শতভাগ সাফল্যের হার নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পাঁচটি আসনেই জয়লাভ করেছিল।

গত কয়েক বছর ধরে, চিরাগ তাঁর 'বিহার ফার্স্ট, বিহারী ফার্স্ট' এজেন্ডা নিয়ে রাজ্য জুড়ে জনসভা করছেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন।

এটি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে চিরাগ বর্তমানে রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দলিত মুখ এবং দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে পাসওয়ান সম্প্রদায়ের, অন্তত ৬ু একটি শক্তিশালী ভোট ব্যাংক রয়েছে।

সম্ভবত, আসন ভাগাভাগির চুক্তিতে চিরাগের আপসহীন মনোভাবের এটি একটি প্রধান কারণ, যেখানে তিনি বড় অংশের দাবি করছেন।

এলজেপি(আর) বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করা এনডিএ-র জন্য শুভ নাও হতে পারে, কারণ গেরুয়া দল ইতিমধ্যেই নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং চিরাগের নতুন রাজনৈতিক কৌশল কাউকে অসন্তুষ্ট না করে এনডিএ-কে অক্ষুণ্ণ রাখতে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে এনডিএ-তে আসন ভাগাভাগির চূড়ান্ত সূত্র এখনো নির্ধারিত হয়নি, তবে জোট শরিকদের মধ্যে অবিরাম আলোচনা চলছে। এর পাশাপাশি, বিহারের রাজনৈতিক মহলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে যে, যদি এনডিএ নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাহলে বিজেপি কি নীতীশ কুমারের বিকল্প হিসেবে চিরাগ পাসওয়ানকে তুলে ধরতে চাইছে? নীতীশ কুমারের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যগত সমস্যা, কমে আসা জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রভাবের অভাব বিবেচনা করে, বিজেপি কি তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে খুঁজছে কিনা, এই প্রশ্নটি এখন তীব্রভাবে আলোচিত হচ্ছে।

২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, এলজেপি(আর) আসন ভাগাভাগির চুক্তিতে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক আসন পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর এনডিএ থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং জেডিইউ-এর বিরুদ্ধে ১৩০ টিরও বেশি প্রার্থী দিয়ে নিজস্বভাবে নির্বাচন করেছিল। এর ফলে নীতীশ কুমারের দলের ভয়াবহ পারফরম্যান্স হয়েছিল, যেখানে তারা মাত্র ৪৩টি আসন নিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিল।

তখন অভিযোগ করা হয়েছিল যে চিরাগের এনডিএ থেকে বেরিয়ে আসা এবং জেডিইউ-এর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া বিজেপির মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল, যেখানে তারা দলটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সফল হয়েছিল।

২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরেই ভূমিকা পরিবর্তন হয়েছিল এবং বিজেপি এনডিএ-তে একটি বড় অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

যদি এনডিএ জেতে এবং নীতীশ আবার মুখ্যমন্ত্রী হন, কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে পারফর্ম করতে না পারেন, তবে চিরাগ একটি প্রস্তুত এবং গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসাবে পদার্পণ করতে পারেন।

উত্তর-পূর্বের বন্যা পরিস্থিতি: খাড়গে"র কেন্দ্রের প্রতি তোপ, প্রধানমন্ত্রীকে পিএম কেয়ারস তহবিল ছাড়ার দাবি

নয়াদিল্লি, ২ জুন : কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে বন্যা সংকট মোকাবিলায় নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অবিরাম বৃষ্টি, ভূমিধস এবং আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে নদীর জলস্তর বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে, খাড়গে জরুরি আর্থিক সহায়তা এবং ত্রাণ তহবিলের ব্যবহারে স্বচ্ছতার দাবি জানিয়েছেন।পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরে খাড়গে উল্লেখ করেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অসংখ্য জীবনহানি ঘটেছে। তিনি ড় (পূর্বে টুইটার)-এ পোস্ট করেছেন, 'উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বিধ্বংসী বন্যা, ভূমিধস এবং ভারী বৃষ্টির কবলে। আসাম, অরুণাচল, মণিপুর, সিকিম এবং মেঘালয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্ভোগ দেখে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।'বিজেপি"র পূর্বের প্রতিশ্রুতিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে খাড়গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০১৬ সালের আসামকে বন্যা-মুক্ত করার প্রতিশ্রুতির কথা জনতাকে মনে করিয়ে দেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২২ সালেও একই প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। খাড়গে বলেন, 'তথাকথিত "স্মার্ট সিটি" গুয়াহাটির দৃশ্য দেখে মনে পড়ে যায় কীভাবে মোদিজি এবং তাঁর "ডাবল-ইঞ্জিন" সরকার আসামকে প্রতারিত করেছে।'

কেন্দ্রের অগ্রাধিকারের বিষয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে খাড়গে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মূল উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'মৌলিক উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি থেকে আবেগপূর্ণ এবং মেরুকরণের বিষয়গুলিতে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া, বিভ্রান্ত করা এবং দিক পরিবর্তন করা বিজেপি"র রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য।'

কংগ্রেস সভাপতি আরও দাবি করেন যে এই অঞ্চলে ত্রাণ ও প্রস্তুতির প্রচেষ্টার জন্য অবিলম্বে আরও কেন্দ্রীয় তহবিল প্রকাশ করা হোক। তিনি বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীকে পিএম কেয়ারস তহবিল ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেন, যা তাঁর দাবি অনুযায়ী কোটি কোটি টাকা ধারণ করে এবং যা এখনো নিরীক্ষিত হয়নি। খাড়গে বলেন, 'সম্ভবত মোদিজি পিএম কেয়ারস ফান্ডের দ্বার খুলে দিতে পারেন, যার কোটি কোটি টাকা জননিরীক্ষা ছাড়াই পড়ে আছে।'

খাড়গে কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের মাঠে ত্রাণ প্রচেষ্টা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন, তাদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে সহায়তা করার অনুরোধ করেছেন।

এদিকে, এই অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি এখনও গুরুতর রয়েছে। শুধুমাত্র আসামেই অন্তত দশজনের জীবনহানি হয়েছে এবং ২০টি জেলার চার লক্ষেরও বেশি বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র সহ সাতটি প্রধান নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায়, কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে যে রাজ্যে এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে নিচু এলাকা এবং নদীর পাড়ের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান চলছে, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, প্রবেশ পথগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস থাকায়, দুর্গম এলাকায় পৌঁছানো এখনও চ্যালেঞ্জিং রয়ে গেছে।

শ্রীভূমিতে ভূমিধস: অবিরাম বৃষ্টিতে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, জনজীবন বিপর্যস্ত

শ্রীভূমি, ২ জুন : গত কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে আসামের শ্রীভূমি এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে তীব্র দুর্ভোগ নেমে এসেছে। ভূমিধসের ফলে রেল ও স্থানীয় পরিবহন উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর বিঘ্ন ঘটেছে, যা জনজীবনকে স্থবির করে দিয়েছে।

বেতাইলে, যা শ্রীভূমির কাছে অবস্থিত একটি এলাকা, সেখানে রেললাইনের দুটি অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলো করিমগঞ্জ স্টেশনকে মহিশাসনের সাথে সংযোগকারী রেললাইনের সংলগ্ন একটি গার্ডওয়ালের ধসে পড়া। এই কাঠামোগত ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি করেছে, বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলের রেল চলাচলে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

সংকটের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত প্রধান প্রবেশপথটিও, যা ভূমিধস ও জলমগ্নতার কারণে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে তাঁরা অপরিহার্য পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং অবিলম্বে সরকারের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাচ্ছেন।

ধলাই জেলা হাসপাতালে সফলভাবে সম্পন্ন হলো তিন দিনব্যাপী ছানি অস্ত্রোপচার শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: ধলাই জেলা হাসপাতাল, কুলাই-এর চক্ষু বিভাগে গত ২৮শে মে থেকে ৩০শে মে, ২০২৫ পর্যন্ত একটি তিন দিনব্যাপী সফল ছানি অস্ত্রোপচার শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে ধলাই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মোট ৫৮ জন রোগী বিনামূল্যে ছানি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।

শিবিরটি সফলভাবে পরিচালনা করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডঃ জেনিফার দেববর্মা, ডঃ চন্দন আচার্য্য, ড. অলকানন্দ সাহা এবং আইজিএম-এর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী ডঃ সুব্রজিৎ বিশ্বাস। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দক্ষতার ফলেই এই বিপুল সংখ্যক রোগীকে চোখের আলো ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ধলাই জেলার সকল জনসাধারণের কাছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের আরও জনকল্যাণমূলক শিবিরের আয়োজন করা হবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে আজ প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস অন্যান্য রাজ্যেও

নয়াদিল্লি, ২ জুন আজ অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ। এছাড়া অরুণাচল প্রদেশ, কেরল, মাহে, পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চল, সিকিম এবং উত্তরাখণ্ডেও আজ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ডে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রসহ মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাশাপাশি, পশ্চিম রাজস্থানে আজ ধূলিঝড় বা ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আবহাওয়া দফতর। জনগণকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

ভারত সফরে এলেন প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিয়োস, তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে দিল্লিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি, ২ জুন প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা প্যালাসিয়োস তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন। দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

এই সফরের সময়, ভারত ও প্যারাগুয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সব দিক নিয়ে পর্যালোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, কৃষি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এটি রাষ্ট্রপতি পেনার প্রথম ভারত সফর। একইসঙ্গে, এটি প্যারাগুয়ের কোনও রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় ভারত সফর, যা দুই দেশের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় সূচিত করতে চলেছে।

এই সফর ভারতের লাতিন আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিকিমের দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিখোঁজ রাজ্যের দুই যুবকের সন্ধানে রাজ্যসরকার সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি.কে চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: সিকিমে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিখোঁজ রাজ্যের দুই যুবকের খোঁজে রাজ্য সরকার সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। তাদের খুঁজে বের করতে রাজ্য সরকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সিকিমের প্রশাসনও সার্বিক চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উদ্ধার কাজে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি.কে চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, গত ২৯ মে, ২০২৫ উত্তর-সিকিম ভ্রমণকালে একটি পর্যটকবাহী গাড়ি গভীর খাদে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের দুই যুবক দেবজ্যোতি দেব এবং স্বপ্ননীল দেব সহ মোট ১১জন পর্যটক এই গাড়িতে ছিল বলে জানা গেছে। রাজ্যের এই দুই যুবক এই দুর্ঘটনায় নিখোঁজ বলে মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ের গোচরে এসেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এই বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

ঘটনার খবর পেয়েই সচিব ড. পি.কে চক্রবর্তী নিজে এই বিষয়ে দ্রুত সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কে. এন. ভুটিয়ার সঙ্গে তিনি টেলিফোনে নিখোঁজ পর্যটকদের উদ্ধারের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। ইতিমধ্যেই শ্রী ভুটিয়া আজ এক চিঠিমূলে জানিয়েছেন, প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রবল বৃষ্টিপাত এবং তিস্তা নদীর জলের তীব্র গতির কারণে গভীর খাদ থেকে পর্যটকবাহী গাড়িটি তুলে আনা এবং যাত্রীদের উদ্ধারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

তবে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) জোর তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। সিকিম প্রশাসন থেকে জানা গেছে ওড়িশার দু''জন নাবালক যাত্রী কোনভাবে এক্ষেত্রে বেঁচে গেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ির ভাঙ্গা অংশ কিছু উদ্ধার হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ এই গাড়িতে থাকা রাজ্যের দু''জন পর্যটকের মধ্যে একজনের পিতা সহ এক আত্মীয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তীর কথাবার্তা হয়েছে। নিখোঁজ দুজনের পরিবার পরিজনরাও সিকিমে ছুটে গেছেন। এদিকে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তমাল মজুমদার এনডিআরএফ-এর দলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত রাজ্যের দুজনসহ মোট ৯ জন নিখোঁজ বলে জানা গেছে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত সিকিম রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন ড. পি.কে চক্রবর্তী।

গোমতী জেলাশাসকের কার্যালয় চত্বরে উত্তেজনা, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ ওয়াইটিএফ-র

আগরতলা, ২ জুন: গোমতী জেলা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে ওয়াই টি এফ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। ওই বিক্ষোভকে ঘিরে গোমতী জেলা শাসক কার্যালয় চত্বরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আন্দোলনকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে জেলাশাসক কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২৬ মে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সাথে অভব্য আচরণ করেছেন গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। পরের দিনই মথার যুব সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট গোমতী জেলার শাসককে অপসারণের দাবি জানালো ওয়াইটিএফ। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরই প্রতিবাদে আজ জেলা শাসকের অফিস সহ জেলার সব অফিসে তালা দেবার ঘোষণা দিয়েছে মথার যুব সংগঠন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মথার এক যুব নেতা বলেন, বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জেলা শাসকরা জনগণের সেবা করে চললেও তা দেখার বিষয় ওয়াইটিএফের নেই। গোমতী জেলার জেলাশাসক কেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের দেখা করেননি এর জবাব দিতে হবে, বলে জানান তিনি। তিপরা মথাকে দুর্বল ভাবার চেষ্টা করলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা।

৪ জুন পর্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

অফিস ১৪.৫ এমএম, হাওয়ায় ১৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ে ৯ এমএম এবং সোনামুড়া ৯ এমএম, গজারিয়া ১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় ৫০.৫ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৪০.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। গোমতী জেলায় উদয়পুরে ১২.১ এমএম, অমরপুরে ১১.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৩৩ এমএম, সাব্রুমে ৭০.৬ এমএম, বাগাফা ২১.৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৬৪.৬ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৪৩.৬ এমএম, আশাপাড়া ২৬.৬ এমএম, কদমতলায় ২৬.৫ এমএম এবং নতুনবাজার ৩১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ২৮.৬ এমএম এবং কৈলাসহরে ৬৯ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় ছাওমনু ৩৯ এমএম, গন্ডাছড়ায় ১২.৪ এমএম, কমলপুরে ৪৮.৮ এমএম এবং মনুঘাটে ৭১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

বন্যায় দুর্গত

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিগত বাম সরকারের সময়কালে শহর আগরতলায় ড্রেনগুলির অবস্থা ভালো ছিল না।

তাঁর কথায়, স্বাভাবিক সময়ের আগে এবছর বর্ষা মরসুম শুরু হয়ে গিয়েছে। যার কারণে স্মার্ট সিটির জল নিকাশি কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। স্মার্ট সিটির বড় বড় কভার ড্রেনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় কিছু ড্রেনের কাজ চলছিল। রাজ্য সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করছে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও পরিস্থিতি অনুসারে প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ন এই বিরূপ প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে যেকোনো সহায়তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে আহবান জানিয়েছেন তিনি ন এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত রকমে প্রস্তুত রয়েছে রাজ্য সরকার।

এদিন তিনি বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতা সম্মুখে বলে বেড়াচ্ছে বিজেপি সরকার রাজ্যের কোনো উন্নয়ন করে নি। আসলে তিনি উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বুঝেন না, তিনি শুধু নকশালীবাদ বুঝেন। গোটা দেশে নকশালপন্থী নিষিদ্ধ। সে জায়গায় দাঁড়িয়েছে সিপিএমের পলিটব্যুরো তরফ থেকে নকশালপন্থীদের পক্ষে বিবৃতি জারি করা হয়েছে। আসলে সিপিআইএম দেশবিরোধী।

সিকিমের সেনা ক্যাম্পে

● প্রথম পাতার পর

বিচ্ছিন্ন স্থানে বজ্রপাত ও বাজ পড়ার সতর্কতা জারি করেছে, পাশাপাশি অরুণাচল, আসাম এবং মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টিপাতও প্রত্যাশিত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বন্যা-আক্রান্ত এলাকাগুলিতে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং আসাম, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং মণিপুরের গভর্নরের সাথে কথা বলেছেন। শাহ ঙ্খ-এ পোস্ট করেছেন, 'তাদের রাজ্যে চলমান ভারী বৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আসাম, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং মণিপুরের গভর্নরের সাথে কথা বলেছি। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছি। মোদি সরকার উত্তর-পূর্বের মানুষের সমর্থনে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।' আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করে জনগণকে, বিশেষ করে নদীর পাড়ের লোকেদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ঙ্খ-এ পোস্ট করেছেন, 'অরুণাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাত -- কিবিতু (১৭ সেমি), হায়ুলিয়াং (১৫ সেমি), কালাকতাং (১০ সেমি) -- নদীর জলস্তরকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে। আসামে ইতিমধ্যেই শিলচর (৪২ সেমি), করিমগঞ্জ (৩৫ সেমি), হাইলাকান্দি (৩০ সেমি) এবং আশেপাশের এলাকায় তীব্র বৃষ্টি হচ্ছে। নিচু এলাকা এবং নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং স্থানীয় পরামর্শ অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈও রাজ্যের মানুষের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন, বলেছেন যে দলের নেতারা রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করবেন, যারা অবিলম্বে সহায়তা এবং 'পুনরাবৃত্তিমূলক বন্যা সংকট' সমাধানের জন্য কাজ করবেন। গগৈ ঙ্খ-এ পোস্ট করেছেন, 'বন্যা আবারও আসাম জুড়ে জীবন বিপর্যস্ত করেছে, বিশেষ করে লখিমপুর এবং শিবসাগরের মতো জেলাগুলিতে। এপিসিসি সভাপতি হিসাবে, আমি সিনিয়র নেতাদের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করতে, মাঠের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এবং সময় মতো ত্রাণ ও সহায়তার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করার জন্য বলেছি। প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি এবং প্রচারাভিযান কমিটির প্রধান ভূপেন বোরাজিও রঙ্গনদী পরিদর্শন করেছেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাথে দেখা করতে।' তিনি আরও বলেন, 'তাদের প্রতিবেদন আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলিকে, তাৎক্ষণিক সহায়তা এবং আসামের পুনরাবৃত্তিমূলক বন্যা সংকটের দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের দাবিতে, পরিচালিত করবে। আমরা এই কঠিন সময়ে আসামের মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' আসাম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-এর বন্যা প্রতিবেদন অনুসারে, শ্রীভূমি জেলায় একজন ব্যক্তি বন্যার জলে ডুবে মারা গেছেন, অন্যদিকে কাছাড় জেলায় বন্যার জলে ডুবে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি রবিবার গুরুতর আকার ধারণ করেছে, রাজ্যের ১৯টি জেলার ৩.৬৪ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করেছে, যার মধ্যে লখিমপুর, ডিব্রুগড়, হাইলাকান্দি, হোজাই, কামরূপ, ধেমাজি, নগাঁও, শ্রীভূমি, দরং, কার্বি আংলং, সোনিতপুর, দিমা হাসাও, বিশ্বনাথ, কাছাড়, শিবসাগর, মাজুলি, গোলাঘাট, তিনসুকিয়া, কার্বি আংলং পশ্চিম উল্লেখযোগ্য। এএসডিএমএ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কাছাড় জেলায় ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অন্যদিকে শ্রীভূমিতে ৮৩ হাজারেরও বেশি, নগাঁওতে ৬২ হাজার, লখিমপুরে ৪৬ হাজার, তিনসুকিয়ায় ১৯ হাজার, ডিব্রুগড়ে ১০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার জলে ৫৬টি রাজস্ব সার্কেলের ৭৬৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫২৪ হেক্টর ফসলের জমি রয়েছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যা-আক্রান্ত এলাকায় স্থাপিত ১৫৫টি ত্রাণ শিবির ও বিতরণ কেন্দ্রে ৫৫,০০০ এরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে, অন্যদিকে বিমান বাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস, সিভিল ডিফেন্স এবং স্থানীয় প্রশাসন বন্যা-আক্রান্ত এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে, ৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে, মণিপুরে, আসাম রাইফেলস, সেনাবাহিনী এবং ফায়ার কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করে ১৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করেছে এবং তাদের ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করেছে। উদ্ধার প্রচেষ্টার বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ার টাস্ক ফোর্সের কমান্ডার বলেছেন যে তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন কারণ বৃষ্টি আরও তীব্র হয়েছে। কর্নেল গুনব্রত ভিভগাদে-এর মতে, গত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে একাধিক এলাকায় হাজার হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৩৩ আসাম রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল রাধা কৃষ্ণন বলেছেন যে ইম্ফল পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে ১৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি যোগ করেন, 'এখন পর্যন্ত, আমরা ইম্ফল পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে প্রায় ১৫০০ জনকে উদ্ধার করেছি। আটটি কলাম এবং চারটি রিজার্ভ কলাম মাঠে মোতায়েন করা হয়েছে, মানুষকে সাহায্য করছে।'আজ এর আগে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন, কারণ স্কুলগুলিকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাহা বলেন যে কয়েক ঘন্টা পর জল নেমে যাওয়ার বিষয়টি ইঙ্গিত দেয় যে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক আছে। মুখ্যমন্ত্রী সাহা সাক্ষাতকারে বলেন, 'পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে... আমি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করছি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সচিবও আমার সাথে আছেন... অন্যান্য কর্মকর্তারাও আমার সাথে আছেন। আমরা নিশ্চিত করছি যে খাদ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত... স্কুলগুলিতে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে... ভারী বৃষ্টির পরেও ২-৩ ঘন্টার মধ্যে জল নেমে গেছে। এর অর্থ হল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক আছে...'। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) অনুসারে, ত্রিপুরা রবিবার একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত প্রত্যক্ষ করেছে এবং ৪ঠা জুন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন এলাকায় চরম ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু গত কয়েকদিন ধরে অবিরাম বর্ষার কারণে সৃষ্ট ব্যাপক ভূমিধসে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং মৃতদের স্বজনদের জন্য ৪ লাখ টাকা করে এক্স-গ্রেশিয়া ঘোষণা করেছেন। রাজ্যে অন্তত ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে পূর্ব কামেং জেলায় সাতজন এবং জিরো উপত্যকায় দুজন। আগামী দিনগুলিতে আরও বৃষ্টির আশঙ্কায়, মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু জনগণকে সতর্ক থাকতে এবং চরম সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সকলকে, বিশেষ করে রাতে, যদি একেবারেই প্রয়োজন না হয় তবে ভ্রমণ না করার আবেদন করেছেন, কারণ রাজ্যের প্রায় সমস্ত নদী, ছোট নদী এবং স্রোত ফুলে উঠেছে। খান্ডু সকলকে নদীতে না নামার এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি যোগ করেন, 'আমার হৃদয় চলে গেছে আত্মাদের জন্য কাঁদে। আমাদের প্রার্থনা তাদের সাথে আছে। আরও প্রাণহানি এড়াতে আসুন আমরা চরম সতর্কতা অবলম্বন করি এবং সতর্ক থাকি।' উপরন্তু, অরুণাচল প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মামা নাতুং শনিবার বলেছেন যে সেপ্পা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে জাতীয় মহাসড়কে ভূমিধসের কারণে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। আসাম রাইফেলসও সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন রাজ্যে ত্রাণ অভিযান শুরু করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সাথে নিবিড় সমন্বয় করে বন্যা ত্রাণ কলামগুলি অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল। আসাম রাইফেলস কর্মীদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং নিবেদিত প্রচেষ্টার ফলে বন্যা-প্রবণ এলাকা থেকে নারী ও শিশু সহ ৬৭ জন বেসামরিক নাগরিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে, সিকিমে, মাঙ্গান জেলার পুলিশ সুপার ডেচু ভুটান বলেছেন যে ভূমিধস, সেতু ধস এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে মাঙ্গান জেলার লাচেন ও লাচুং-এ এক হাজারেরও বেশি পর্যটক আটকা পড়েছেন। তিনি বলেন যে শুক্রবার আপার ডোজঙ্গুর শিপগিয়েরে ভূমিধসের কারণে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল। মাঙ্গান এসপি আশ্বাস দিয়েছেন যে সোমবার পর্যটকদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ করা হবে। এছাড়াও, ফিদাং সেতুর গোড়ার ক্ষতির কারণে জংগু নির্বাচনী এলাকায় যান চলাচল সীমিত হয়েছে। জিআরইএফ রবিবার পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন করেছে, যা স্থানীয় বাসিন্দা এবং কিছু জরুরি পরিষেবা যানবাহনের জন্য পায়ে হেঁটে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে। একাধিক পর্যটকও নিখোঁজ রয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের দল তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। গাড়িটি দু''দিন আগে দৃশ্যমান ছিল, কিন্তু এখন নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে গাড়িটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না... আমরা কয়েকটি মোবাইল ফোন এবং পরিচয়পত্র খুঁজে পেয়েছি, যা আমরা থানায় রেখেছি, কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তিদের কোনো চিহ্ন নেই। মৃতদেহের মতো কিছু দৃশ্যমান ছিল। মৃতদেহটি এমন একটি স্থানে রয়েছে যেখানে আমরা দড়ি ব্যবহার করে বা লাইফবোট দিয়ে নদী পার হয়েও পৌঁছাতে পারিনি।'

পাঠ্যবই নেই, সিলেবাসে

● প্রথম পাতার পর

পাঠনের অবস্থা তথৈবচ। ভর্তির জন্য মোটা টাকা দিয়েও চলতি শিক্ষাবর্ষে ইংলিশ মিডিয়াম (বিদ্যাজ্যোতি) স্কুলগুলোর বহু ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যে জুটেনি পাঠ্যবই। অভিভাবকদের অভিযোগ, কোনো কোনো স্কুলে তো গ্রীষ্মের ছুটির আগে সিলেবাসও দেওয়া হয়না। পরীক্ষার পূর্বে যা পড়ানো হয় তাই নাকি সিলেবাস! এবছর তো আরও বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস নিয়ে রীতিমতো রসিকতার শিকার ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, গ্রীষ্মের ছুটির আগে স্কুল থেকে দেওয়া সিলেবাসের সাথে এসসিআইরটি প্রদত্ত সিলেবাসে রয়েছে বহু অসামঞ্জস্যতা। স্বভাবতই বিপাকে ছাত্র-ছাত্রীরা। উপরন্ত এসসিইআরটি তাদের নিজস্ব সাইটে আপলোড করলো ভুলে ভরা চলতি শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস। স্বভাবতই বলা যায়, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র যুগেও রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহার ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। এমনটাই অভিযোগ অভিভাবক ও বিশ্লেষকদের একাংশের।

চলতি শিক্ষাবর্ষে খোয়াই মহকুমার বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পভুক্ত সিবিএসই ইংরেজি মাধ্যম সহ বাংলা মাধ্যমের সরকারী স্কুলগুলোতে এখনো সব পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায়নি। শুধু তাই নয়, অনেক স্কুল এখনও পর্যাপ্ত সিলেবাস পর্যন্ত বিতরণ করতে পারেনি। কিছু স্কুল গত বছরের সিলেবাস তুলে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেও সম্প্রতি এসসিআরটি-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নতুন সিলেবাসের সঙ্গে তার গরমিল ধরা পড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। গত ৩০ মে এসসিআরটি-এর অফিসিয়াল সাইটে আপলোড হওয়া নতুন সিলেবাসে দেখা গেছে, শুধুমাত্র ৩য় ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নতুন সিলেবাস আপলোড হয়েছে, অন্য শ্রেণিগুলোর ক্ষেত্রে পুরোনো ২০২৪-২৫ সিলেবাসই বহাল রয়েছে। এমনকি ককবরক ভাষার সিলেবাসেও আপডেটের কোনো ছাপ নেই। স্কুল বন্ধ হওয়ার পর গ্রীষ্মের ছুটিতে শিক্ষার্থীদের হাতে সঠিক সিলেবাস না পৌঁছানোয় অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। চলতি মাসে স্কুল খোলার পরপরই 'পিরিয়ডিক টেস্ট-১' পরীক্ষার দামামা বেজে যাবে। তাই সময় খুবই সীমিত। নতুন ও পুরাতন সিলেবাসের ফারাক শিক্ষার্থীদের চরম চাপে ফেলেছে।

এছাড়া অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, খোয়াইয়ের বনেদী স্কুলগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে শিক্ষা দপ্তরের কোনো প্রচেষ্টা নেই। শিক্ষক সংকটের জন্য নিয়মিত স্কুলে পঠন-পাঠন হচ্ছেনা খোয়াই শহর ও শহরতলীর অনেক স্কুলেই। বহু দূর-দূরান্ত থেকে অভিভাবকরা অটো বা টমটম করে নিজ সন্তানকে একটু ভাল শিক্ষা গ্রহনের জন্য নিয়ে আসলেও, স্কুলগুলোর পরিষেবা দেখে প্রচন্ড হতাশ হতে হচ্ছে তাদের। তার মধ্যে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের খেশারত দিতে হচ্ছে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের। গোটা বিষয়কে ঘিরে অভিভাকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। যদিও শুধু বই ও সিলেবাস নয়, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর শিক্ষক সংকট দূরীকরণেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। টেট পরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যা মেটানো যায়নি, ফলে বিদ্যালয়গুলোর কার্যকারিতা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আজও বিচারের আশায় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ। সুপ্রিমকোর্টে আরটিআই করে তারা নাকি জানতে পেরেছেন যে তারা এই মামলায় পক্ষভুক্ত নন। তাই মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তর চাইলেই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্বহাল করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফিরাতে পারেন বলে অভিমত চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের। জানা গেছে, আগামী ১৯ জুন ত্রিপুরা হাইকোর্টে এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলার শুনানি রয়েছে। তাদের দাবি, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার চাকা সচল রাখতে হলে, অভিজ্ঞ এই শিক্ষক সমাজকে পুনরায় কাজে ফিরিয়ে আনাই হবে সময়োপযোগী কাজ।

ঈদুল আজহা বাজারে গবাদি

● প্রথম পাতার পর

বিক্রেতাদের ভিড় ও লক্ষ্য করা যায় বাজারে।

জনৈক ক্রেতার জানান, সকাল থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃষ্টির মাঝেও গবাদি পশুর পালকরা চিন্তায় ছিলেন। বিগত বছরের তুলনায় এ বছর গবাদি পশুর বিক্রয় মূল্য অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে এখনো গবাদি পশু ক্রয় করে উঠতে পারেনি তিনি। আজকের বাজারে গবাদি পশুর সর্বোচ্চ দাম উঠে ১ লক্ষ ৮০ হাজার।

সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে

● প্রথম পাতার পর

(ডা.) মানিক সাহা এবিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সহকারে দেখছেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, তারপর আজকের ঘটনাটি অত্যন্ত হতাশাজনক।

তাঁর কথায়, সরকারেও থাকবে আবার তামাশাও দেখাবে সেটা হতে পারে না। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে হলে সমর্থন প্রত্যাহার করুক তিপরা মথা। আজকের বিষয়টি তিপরা মথার নাটক বলে ধরা হচ্ছে।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে

● প্রথম পাতার পর

টাকাগুলি নিয়ে চম্পট দেয় ছিনতাইবাজরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ঠিকই তবে বিশালগড় এলাকায় যেভাবে একের পর এক চুরি, ছিনতাই এর ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে গোটা জেলার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

মথার ছাত্র সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

গোমতী জেলায় ওয়াইটিএফ যে ধরনের আন্দোলন সংঘটিত করল তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, গোটা রাজ্যের সাধারণ নাগরিক বন্যা পরিস্থিতিতে জর্জরিত। বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়ে আছেন। এই পরিস্থিতিতে ওয়াইটিএফ-র এই আন্দোলন কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই বিপর্যয় পরিস্থিতিতে সরকারি দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের ক্ষতি করেছেন। এই ঘটনা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে, দাবি করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সাত দিনের

● প্রথম পাতার পর

তারা আবার সংঘটিত করবে। রাজ্য সরকারের দিকে একপ্রকার হুমকির আওয়াজে এমনটাই জানায় তারা।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গোটা বিষয়টি জানার পর বিষয়টি দেখছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আস্থা না রেখে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ গোমতী জেলায় আন্দোলন সংগঠিত করেছে ওয়াইটিএফ। একদিকে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি, লাগাতার বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ঘর ছাড়া আছেন বহু মানুষ। তার মধ্যে ওয়াইটিএফের এই আন্দোলন কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে।

এদিকে ওয়াইটিএফ এর সাংবাদিক সম্মেলনের আগে, এমএলএ হোস্টেলে এক বৈঠক সংঘটিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রী, অনিমেষ দেববর্মা এবং বৃষকেতু দেববর্মা। রাজ্যের শরিক দলে থেকেও কেন এই আন্দোলন? জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা এড়িয়ে যান। তিনি বলেন রাজ্য সরকার জেলা শাসকের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করাতেই টিওয়াইএফ আন্দোলন করছে। এদিকে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, দলের একজন কর্মী হিসেবে তিনি বৈঠকে এসেছেন। যাবতীয় সিদ্ধান্ত টিওয়াইএফ।

শাসক দলের সঙ্গে শরিক হিসেবে রয়েছে তিপ্রা মথা। বৈঠকে থাকা দুই মন্ত্রীও রাজ্য সরকারের মন্ত্রী। কিন্তু তারপরেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন কতটা যুক্তিযুক্ত সেটাই বড় প্রশ্ন।

ক্রীড়াঙ্গন

সি ডিভিশন ফুটবলের ফাইনালে আজ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের দুটি ক্লাবের লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহারন আজ। আগামী বছর কোনদল দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করবে তা নির্ধারণ হবে আগামীকাল (মঙ্গলবার)। তাতে মুখোমুখি হবে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব এবং বিবেকানন্দ ক্লাব। মোটকথা স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত দুটি ক্লাবের লড়াই। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার সন্ধ্যে ছটায় ফ্লাড লাইটে হবে ম্যাচটি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। ফাইনালে উপস্থিথ থাকার জন্য রাজ্য ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা-কে। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য সোমবার কোনও দলই অনুশীলন করতে পারেনি। তবে ফাইনালে ফেবারিট হিসেবেই মাঠে নামবে দক্ষিণ বাধারঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। দু-দলের মধ্যে মূলত পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের আক্রমণ ভাগের ফুটবলার কুমার দেববর্মা। ম্যাচে যে কোনো সময় চাকা পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন ওই আক্রমণ ভাগের ফুটবলটি। তবে বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে এক সময় চাপে ফেলে দিতে দেখা গিয়েছিল ওই ফুটবলারটিকে। কোচ পল্টু চৌধুরী বিশ্বাস করেন দল তৃতীয় ডিভিশনের সেরা সম্মান অর্জন করবেই। সোমবার এক সাক্ষাৎকারে পল্টু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমার দল সবদিক দিয়ে যথেষ্ট ব্যালেন্সড। আশা করি দলীয় সভ্য সমর্থকদের হতাশ করবে না ছেলেরা। ক্লাবকে প্রথমবারের মতো ট্রফি এনে দেবেই। এদিকে ক্লাব কর্তারাও দলের প্রতিটি ফুটবলার কে তাঁতিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলছেন। লক্ষ্য একটাই, তৃতীয় ডিভিসনে সেরা সম্মান পাওয়া। এদিকে বিবেকানন্দ ক্লাবও খেতাব জয় করতে মরিয়া। নীলকান্ত শুক্লো বৈদ্য - রা চাইছেন নিজেদের সেরাটা মেলে ধরে ক্লাবকে ট্রফি এনে দিতে। দু-দলের মধ্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তা সত্য হয় তাহলে দু দলের ফুটবলরদের সমস্যা হতে পারে। এই আশঙ্কা করছেন দু-দলের কর্তারাও। তবে ফুটবলপ্রেমী আশাবাদী ভালো খেলা দেখা নিয়ে।

ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে আলকারাজ এক সেট খুইয়ে শেষ আটে গত বারের চ্যাম্পিয়ন

ট্যুর পর্যায়ে ১০০তম জয় পেলেন কার্লোস আলকারাজ। রবিবার চতুর্থ রাউন্ডে বেন শেল্টনকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন তিনি। ফিলিপে শঁতিয়ে কোর্টে গোটা ম্যাচেই দেখা গিয়েছে উচ্চমানের টেনিস। দুই খেলোয়াড়ই নিজেদের সেরাটা দিয়েছেন। তিন ঘণ্টা ১৯ মিনিটের লড়াইয়ে আলকারাজ জিতেছেন ৭-৬, ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪ গেমে।রবিবার প্রথম সেটেই তিন বার সেট পয়েন্ট বাঁচাতে হয় আলকারাজকে। দ্বিতীয় সেট থেকে খেলা ধরে নেন তিনি। শেল্টনের শক্তিশালী সার্ভ এবং জোরালো ফোরহ্যান্ডের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে থাকেন আলকারাজ। তৃতীয় সেট জিতে সামান্য সময়ের জন্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন আমেরিকার শেল্টন। তবে চতুর্থ সেট এবং ম্যাচ জিতে আলকারাজ বুঝিয়ে দেন, ট্রফিই তাঁর পাখির চোখ।গত বারের রোলঁ গারোজ বিজয়ী আলকারাজ পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার লক্ষ্যে নেমেছেন। চলতি মরসুমে সুরকির কোর্টে ইতিমধ্যেই তিনটি ট্রফি জিতেছেন তিনি। মন্টে-কার্লো এবং রোমে ট্রফি উঠেছে স্পেনীয় খেলোয়াড়ের হাতেই। কোয়ার্টারে আলকারাজের প্রতিপক্ষ টমি পল। মুখোমুখি সাক্ষাতে আলকারাজ ৪-২ এগিয়ে।এর আগে ফ্যাবিয়ান মারোজসান এবং দামির জুমহুরের বিরুদ্ধেও একটি করে সেট খুইয়েছিলেন আলকারাজ। তবে শেল্টনের বিরুদ্ধে আরও কঠিন লড়াই হয়েছে। শেল্টনের গ্রাউন্ডস্ট্রোকের জবাব দিতে গিয়ে পরিশ্রম করতে হয় আলকারাজকে। প্রথম সেট ৬-৬ হওয়ার পর টাইব্রেকারেও এক সময় ৮-৮ হয়ে যায়। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেট জিতে নেন আলকারাজ।দ্বিতীয় সেটে আলকারাজের খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিজেই নিজেকে 'ফাউল' করে একটি পয়েন্ট দিয়ে দেন বিপক্ষকে। নেটের সামনে গিয়ে একটি ফোরহ্যান্ড মেরেছিলেন আলকারাজ।

শেল্টন দ্রুত এগিয়ে এসে ক্রসকোর্ট ফোরহ্যান্ড মারেন। আলকারাজ শরীর ছুড়ে দিয়ে 'উইনার' মারেন। প্রথমে আম্পায়ার আলকারাজকে পয়েন্ট দিলেও স্পেনীয় খেলোয়াড় জানান, শটের আগেই তাঁর হাত থেকে র‍্যাকেট ফস্কে গিয়েছিল। ফলে বলের সঙ্গে সংযোগ হওয়ার মুহূর্তে র‍্যাকেট তাঁর হাতে ছিল না। গোটা স্টেডিয়াম আলকারাজের এই স্বীকারোক্তিকে হাততালি দিয়ে সম্মান জানায়।মহিলাদের বিভাগে এই দুই খেলোয়াড় প্রত্যাবর্তন করে জিতলেন।

তাঁরা হলেন ইগা শিয়নটেক এবং এলিনা সোয়াইতোলিনা। ফিলিপ শঁতিয়ে কোর্টে প্রথম সেটে দাঁড়াতে পারেননি শিয়নটেক। প্রথম ন'টা গেমে ২৭টা আনফোর্সড এরর করেন তিনি। রিবাকিনার শক্তিশালী শটের জবাব ছিল না শিয়নটেকের কাছে। বেসলাইনের অনেক পিছনে দাঁড়িয়ে খেলছিলেন কাজাখস্তানের খেলোয়াড়। ফলে শিয়নটেকের টপ স্পিন কাজে লাগছিল না। ১-৬ গেমে প্রথম সেট হারেন শিয়নটেক।খেলা শেষে মহিলাদের পঞ্চম বাছাই জানান, তাঁর মনে হচ্ছিল ইয়ানিক সিনারের বিরুদ্ধে খেলছেন। শিয়নটেক বলেন, "প্রথম সেট খুব কঠিন ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সিনারের বিরুদ্ধে খেলছি। রিবাকিনার শক্তির কাছে পেরে উঠছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম, ফিরতে হলে অন্য কিছু করতে হবে। কিন্তু লড়াই ছাড়িনি। ধীরে ধীরে ছন্দ ফিরে পেয়েছি।" প্রথম সেটের পর পাঁচ মিনিটের মেডিক্যাল বিরতি নেন শিয়নটেক। সেটা কাজে লাগে। ফেরার পর দ্বিতীয় সেটে ০-২ পিছিয়ে ছিলেন পোল্যান্ডের খেলোয়াড়। তার পরেই রিবাকিনার বিরুদ্ধে সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পান তিনি। রিবাকিনার ভুলে সেই গেম জেতেন শিয়নটেক। তার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। পরের ছ'টা গেমের মধ্যে পাঁচটা জেতেন শিয়নটেক। ৬-৩ গেমে দ্বিতীয় সেট জিতে নেন তিনি।তৃতীয় সেটে টান টান লড়াই চলছিল। দু'জনেই নিজের সার্ভিস ধরে রাখছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে শারীরিক ক্ষমতায় পেরে উঠলেন না রিবাকিনা। ৭-৫ গেমে তৃতীয় সেট জিতে ম্যাচ জিতলেন শিয়নটেক। ফরাসি ওপেনে টানা ২৫ ম্যাচ জিতলেন তিনি। ছুঁলেন মনিকা সেলেসকে। রোলঁ গারোজে টানা সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার নিরিখে রাফায়েল নাদাল (৩৯), ক্রিস এভার্ট (২৯) ও বিয়র্ন বর্গের (২৮) পিছনে তিনি।শিয়নটেকের মতো অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন হয়েছে সোয়াইতোলিনারও। গত বারের ফরাসি ওপেনে মহিলাদের রানার্স ইটালির জেসমিন পাওলিনির কাছে প্রথম সেট হারেন সোয়াইতোলিনা।

একটা সময় খেলা ৪-৪ ছিল। সেখান থেকে টানা দুই গেম জিতে প্রথম সেট জিতে নেন পাওলিনি। দ্বিতীয় সেটেও পিছিয়ে ছিলেন সোয়াইতোলিনা। ৫-৪ এগিয়ে থাকার সময় সোয়াইতোলিনার সার্ভিসে দুটো ম্যাচ পয়েন্ট ছিল পাওলিনির কাছে। দুটো পয়েন্ট বাঁচিয়ে সেই গেম জেতেন সোয়াইতোলিনা। পরে আবার ৬-৫ এগিয়ে থাকার সময় ম্যাচ পয়েন্ট পান পাওলিনি। সেই পয়েন্টও বাঁচান সোয়াইতোলিনা। খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। জেতেন সোয়াইতোলিনা।

হার্দিকের কান্না! পঞ্জাবের কাছে হেরে বিধ্বস্ত মুম্বই অধিনায়ক, নিজের কাঁধেই নিলেন হারের দায়

গত বার দুঃস্বপ্নের মরসুম কাটলেও এ বার স্বপ্ন দেখছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আরও এক বার আইপিএলের ফাইনালে ওঠার সুযোগ ছিল তাদের কাছে। স্বপ্ন দেখছিলেন হার্দিক পাণ্ড্যও। গত বার পারেননি। এ বার নিজের পুরনো দলকে ফাইনালে তুলে ট্রফি জেতানোর সুযোগ ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু পারলেন না তিনি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে পঞ্জাব কিংসের কাছে হেরে ভেঙে পড়েন হার্দিক পাণ্ড্য। নিজের কাঁধেই হারের দায় নিয়েছেন মুম্বই অধিনায়ক মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ২০৪ রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারের ৪১ বলে ৮৭ রানের ইনিংসে ম্যাচ জেতে পঞ্জাব। ১২ বলে ২৩ রান দরকার ছিল পঞ্জাবের। শেষ ওভারে খেলা গড়ায়নি। ১৯তম ওভারে অশ্বনী কুমারকে চারটে ছক্কা মেরে খেলা শেষ করে দেন শ্রেয়স।তার পরেই দেখা যায়, মাঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছেন হার্দিক। প্রথমে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকেন তিনি। পরে বেশ কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থাকেন নীচের দিকে।হার্দিককে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসেন জসপ্রীত বুমরাহ। অধিনায়কের পিঠে হাত রাখেন তিনি। ধীরে ধীরে হার্দিক উঠে দাঁড়ান। তখন তাঁর চোখে জল। কাঁদতে কাঁদতেই মাঠ ছাড়েন মুম্বইয়ের অধিনায়ক। শুধু হার্দিক নন, মুম্বইয়ের মালকিন নীতা অম্বানীও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁরা হেরে গিয়েছেন। আইপিএলের ইতিহাসে ২০০ রানের বেশি করে কখনও হারেনি মুম্বই। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে যে সেই রেকর্ড ভেঙে যাবে তা ভাবতে পারেননি তিনিও।হারের দায় হার্দিক নিজের কাঁধে নিয়েছেন। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ''সব দায় আমার।'' পাশাপাশি পঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়সের ইনিংসই যে তাঁদের হারিয়ে দিল, তা স্বীকার করে নিয়েছেন মুম্বইয়ের অধিনায়ক। হার্দিক বলেন, "শ্রেয়স যে ভাবে ব্যাট করল তা এক কথায় অসাধারণ। প্রয়োজনে ও ঝুঁকি নিয়েছে। তাতে সফলও হয়েছে। এই মাঠে ২০৩ রান খুব বেশি নয়। তাই বোলারদের কাজ অতটাও সহজ ছিল না। কিন্তু ওরা গোটা ইনিংসে আমাদের চাপে রাখল। তাতে বোলারেরা আরও বেশি খেই হারিয়ে ফেলল।''মুম্বইয়ের হয়ে আইপিএলের নজর কাড়ার পরেই ভারতের জাতীয় দলে সুযোগ পান হার্দিক। মাঝে ২০২২ ও ২০২৩ সালে গুজরাত টাইটান্সে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে অধিনায়ক হিসাবে ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়ন ও ২০২৩ সালে রানার্স করেন গুজরাতকে। ২০২৪ সালের আইপিএলের আগে হার্দিক ফেরেন মুম্বইয়ে। পাঁচ বারের আইপিএলজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করে তারা। এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা হয়েছিল। দলের মধ্যেই ভাঙন ধরেছিল। গত বার ঘরের মাঠে বিদ্রুপও শুনতে হয়েছিল হার্দিককে। তখনও কেঁদেছিলেন হার্দিক। এ বার অবশ্য সমর্থকেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দলও একসঙ্গে খেলেছে। কিন্তু তার পরেও ফাইনালে উঠতে পারল না দল। সেই হতাশা থেকেই ভেঙে পড়লেন হার্দিক। মাঠেই তা দেখা গেল।

এক দিনের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের হয়ে নজির রুটের, টপকে গেলেন মর্গ্যানের রেকর্ড

ইংল্যান্ডের এক দিনের ক্রিকেট ইতিহাসে নজির গড়লেন জো রুট। এই ফরম্যাটে দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করার নজির গড়লেন তিনি। রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে এই নজির গড়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্টেও সবচেয়ে বেশি রান রয়েছে রুটের।এ দিন আগে ব্যাট করে ৩০৮ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রান তাড়া করতে নেমে রুট ৫২ বলে অর্ধশতরান পূরণ করেন। এক দিনের ক্রিকেটে ৪৩তম অর্ধশতরান হয়ে গেল তাঁর। সেই সঙ্গে নতুন কীর্তিও গড়ে ফেলেন তিনি। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অইন মর্গ্যানের রেকর্ড টপকে যান।সাদা বলে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মর্গ্যান ২২৫টি এক দিনের ম্যাচে ৬৯৫৭ রান করেছিলেন। ১৩টি শতরান এবং ৪২টি অর্ধশতরান ছিল তাঁর। এ দিন সেই রান টপকে যান রুট। তালিকায় তৃতীয় স্থানে ইয়ান বেল। তিনি ৫৪১৬ রান করেছেন।ভারতের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে এক দিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয় রুটের। পরের বছর প্রথম শতরান করেন। তার পর ধারাবাহিক ভাবে রান করেছেন। অভিষেকের পর থেকে তিনটি বিশ্বকাপেই খেলেছেন।তবে এক দিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় ৪৭তম স্থানে রয়েছেন তিনি। সবার আগে রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর। তিনি ১৮৪২৬ রান করেছেন। অর্থাৎ রুটের থেকে ১১ হাজার রান বেশি করেছেন তিনি।টেস্টে অবশ্য রুটের পরিসংখ্যান ভাল। ১৫৩টি টেস্টে ১৩০০৬ রান রয়েছে তাঁর। ৩৬টি শতরান এবং ৬৫টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর।

ওড়িশায় অনূর্ধ-৭ জাতীয় দাবায় লড়ছে রাজ্যের দেবরাজ, তৃষিকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত লড়াই করছে দাবাড়ু দেবরাজ ভট্টাচার্য্য এবং তৃষিকা কামারাপু। উড়িষ্যার খোরদারে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ ৭ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায়। সোমবার আসরে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাউন্ডের খেলা হয়। ৬৪ ঘরের মস্তিস্কের লড়াইয়ে চার রাউন্ডে ৩ পয়েন্ট নিয়ে খেতাবের লড়াইয়ে রয়েছে ত্রিপুরার দেবরাজ এবং তৃষিকা। ত্রিপুরার অন্য দাবাড়ুদের মধ্যে অয়নজিৎ নাগ চার রাউন্ড শেষে দেড় পয়েন্ট, শ্রীবাস্ স প্রতাপ পাল এবং সমৃদ্ধি রায়ের পয়েন্ট এক। মঙ্গলবার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা হবে। এ খবর জানান ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার প্রীয়ব্রত ভট্টাচার্য্য। আজ দেবরাজ এবং তৃষিকা যদি দুই রাউন্ডেই জয় পায় তাহলে অনেকটা ভালো জায়গায় পৌঁছে যাবে।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় উদয়পুরেও বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উদয়পুরেও উদযাপিত। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে। বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস এবং ২৫তম সানডে অন সাইকেল উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবিবার সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট। ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে শুরু হয়ে রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড, রমেশ চৌমুহনী, জগন্নাথ চৌমুহনী, বিবেক সংঘ কর্নীর হয়ে পুনরায় উদয়পুরে ডিস্ট্রিক্ট কোর্স কমপ্লেক্সে এসে রেলি শেষ হয়। উৎসাহপূর্ণ এই র‍্যালিতে অর্ধশতাধিক অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বনজিৎ বাগচী, উদয়পুরের সাইকেল মেয়র সহ অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ। র‍্যালির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব যানবাহনের প্রচার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া রাজস্থান রয়্যালসে নতুন বিপত্তি, দলের আর্থিক দুর্নীতি ফাঁসের হুমকি শিল্পার স্বামীর

সমাজমাধ্যমে রাজস্থান রয়্যালসের প্রাক্তন মালিক রাজ কুন্দ্রার পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য। আর্থিক দুর্নীতি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি। রাজ সম্পর্কে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টীর স্বামী।এ বারের আইপিএলে প্লে-অফে উঠতে পারেনি রাজস্থান। এক সময় সেই দলের মালিক ছিলেন রাজ। তিনি সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে সব তথ্য প্রকাশ্যে আনবেন বলে জানিয়েছেন। রাজ সমাজমাধ্যমে লেখেন, "খুব শীঘ্রই আমি সব তথ্য প্রকাশ্যে আনব। রাজস্থান রয়্যালসের এক প্রচারক যে ভাবে আর্থিক দুর্নীতি করেছেন, তা ফাঁস করব। খুব তাড়াতাড়ি সত্যিটা সামনে আসবে। তথ্যই সব কথা বলবে।''রাজস্থানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই প্রথম নয়। এ বারের আইপিএলে লিগ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে তারা। নবম স্থানে শেষ করেছে রাজস্থান। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র চারটিতে জিতেছে। রাজস্থানের বিরুদ্ধে এ বারে ইচ্ছাকৃত ভাবে ম্যাচ হারার অভিযোগ উঠেছিল। তেমনই একটি সময়ে রাজের পোস্ট। সেই কারণেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।অনেকে আবার বলছেন, এই সব প্রচার পাওয়ার ছক। ১২ জুন কর্ণ জোহরের একটি অনুষ্ঠানে যাবেন রাজ।

তৃতীয় রাউন্ডেই বিদায় বোপান্না, ভাম্বরির, ফরাসি ওপেনে শেষ ভারতের লড়াই

ফরাসি ওপেনের ডবলসে ভারতের দুই খেলোয়াড় রোহন বোপান্না ও ইয়ুকি ভাম্বরি তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন। আশা জাগাচ্ছিলেন তাঁরা। তবে তৃতীয় রাউন্ডেই তাঁরা নিজেদের ম্যাচ হেরেছেন। তার ফলে এ বারের ফরাসি ওপেনে শেষ হয়ে গেল ভারতের লড়াই।আমেরিকার খেলোয়াড় রবার্ট গ্যালোয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে নেমেছিলেন ভাম্বরি। তৃতীয় রাউন্ডে তাঁদের সামনে ছিলেন নবম বাছাই ইভান কিং ও ক্রিশ্চিয়ান হ্যারিসন। আমেরিকার জুটির কাছে স্ট্রেট সেটে (৪-৬, ৪-৬) হারলেন ভাম্বরিরা।সার্ভিস সমস্যায় ফেলল ভাম্বরিদের। তিনটে ডবল ফল্ট করলেন তাঁরা। দুই সেটে দু'বার তাঁদের সার্ভিস ভাঙলেন প্রতিপক্ষ। ভাম্বরিরা অবশ্য আমেরিকার জুটির সার্ভিস ভাঙার একটাও সুযোগ পাননি। তারই খেসারত দিতে হল ভাম্বরিদের। স্ট্রেট সেটে হেরে বিদায় নিলেন তাঁরা।ভাম্বরিদের ম্যাচের পর ছিস বোপান্নাদের ম্যাচ। চেকিয়ার অ্যাডাম পাভলাসেকের সঙ্গে জুটি বেঁধে নেমেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়। তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিলেন দ্বিতীয় বাছাই গ্রেট ব্রিটেনের হেনরি প্যাটার্ল ও ফিনল্যান্ডের হ্যারি হেলিওভারা। শুরু থেকেই দাপট দেখান হেনরিরা। প্রথম সেটে একের পর এক গেম জিতে ৫-১ এগিয়ে যান তাঁরা। বোপান্নাদের সার্ভিস দু'বার ভাঙেন তাঁরা। সেখান থেকে ফিরতে পারেননি বোপান্নারা। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য লড়াই করেছিলেন বোপান্না ও অ্যাডাম। সেই সেট গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেও হারতে হয় বোপান্নাদের। স্ট্রেট সেটে (২-৬, ৬-৭) হেরে বিদায় নেন গত বছর ডবলসে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী ৪৫ ওভারের বোপান্না।ফরাসি ওপেনের জুনিয়র প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন মানস ধামনে। যোগ্যতা অর্জন করে লাল সুরকির কোর্টে খেলতে নেমেছিলেন ১৭ বছরের খেলোয়াড়। কিন্তু প্রথম রাউন্ডে আমেরিকার রনিত কারকির কাছে স্ট্রেট সেটে (৫-৭, ৩-৬) হারেন তিনি। ফলে ফরাসি ওপেনে আর কোনও ভারতীয় প্রতিযোগী থাকলেন না। এ বারের মতো শেষ হয়ে গেল ভারতের লড়াই।

'এখনও অর্ধেক কাজ বাকি'! পঞ্জাবকে আইপিএলের ফাইনালে তুলে বললেন শ্রেয়স, জানালেন জয়ের মন্ত্রও

চার ছক্কায় খেলা শেষ করেছেন শ্রেয়স আয়ার। অধিনায়কের ইনিংস খেলেছেন তিনি। নিজের কাঁধে পঞ্জাব কিংসকে আইপিএলের ফাইনালে তুলেছেন শ্রেয়স। তবে তাঁর মতে, এখনও অর্ধেক কাজ বাকি রয়েছে। কোন মন্ত্রে তিনি দলকে জিতিয়েছেন তা-ও জানিয়েছেন পঞ্জাবের অধিনায়ক।ম্যাচ শেষে শ্রেয়স জানিয়েছেন, তাঁদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এখনও বাকি রয়েছে। শ্রেয়স বলেন, ''কাজ এখনও অর্ধেক বাকি। আপাতত এই মুহূর্ত উপভোগ করছি। কিন্তু এর পরেই সবচেয়ে বড় ম্যাচ। সে দিকেই নজর রয়েছে।''

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ২০৪ রান তাড়া করতে নেমে নিয়ন্ত্রিত ব্যবধানে উইকেট পড়ছিল পঞ্জাবের। কিন্তু এক বারও রান তোলার গতি কমেনি। তাতে বড় ভূমিকা শ্রেয়সের। তিনি জানিয়েছেন, কঠিন পরিস্থিতিতে খেলতে তিনি ভালবাসেন। শ্রেয়স বলেন, "সত্যি বলতে আমি বড় ম্যাচে খেলতে ভালবাসি। আমি সবসময় নিজেকে আর সতীর্থদের বলি, কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে যত বেশি শান্ত রাখতে পারবে তত ভাল ফল হবে। এই ম্যাচই তার উদাহরণ। আমি মাথা ঠান্ডা রেখে খেলেছি। তাতে সফল হয়েছি।''ফাইনালে শ্রেয়সদের সামনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই দলের বিরুদ্ধেই প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারতে হয়েছিল পঞ্জাবকে। বাজে ভাবে হেরেছিল তারা। একটা ম্যাচের দিকে তাকাতে নারাজ শ্রেয়স। তিনি চান সামনের দিকে তাকাতে। শ্রেয়স বলেন, "গোটা মরসুম জুড়ে কী ভুল করেছি সে দিকে আমরা এখন তাকাতে চাইছি না। কারণ, গোটা মরসুম জুড়ে আমরা খুব ভাল খেলেছি। একটা ম্যাচ হারলে দল হিসাবে আমরা পিছিয়ে পড়ব না। সামনের দিকে তাকাতে চাই। আর একটাই ম্যাচ বাকি।"আইপিএলের একমাত্র অধিনায়ক হিসাবে তিনটে দলকে ফাইনালে তুলেছেন শ্রেয়স। ২০২০ সালে দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পর এ বার পঞ্জাবের অধিনায়ক হিসাবে সেই কীর্তি গড়েছেন তিনি। যদি পঞ্জাবকে শ্রেয়স ফাইনালে জেতাতে পারেন তা হলে পর পর দু'বার আইপিএল জিতবেন তিনি। তা-ও আলাদা দুটো দলের হয়ে। আপাতত সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন তিনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পাটনাস্থিত বুদ্ধ ইনস্টিটিউট অফ ডেন্টাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটাল কর্তৃক সম্মানিত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। মেধাবী শিক্ষার্থী এবং সম্মানিত অনুষদ সদস্যদের সাথে আমার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেওয়া দারুন ছিল। উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞ। সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

বামুটিয়ার বিকশিত সংকল্প অভিযান রথ পৌঁছালো পুর নিগম এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: কৃষি ও কল্যাণ দপ্তর, আইসিআর এবং কেভিকে এর যৌথ প্রয়াসে ২৯ই মে থেকে ১২জুন পর্যন্ত বিকশিত সংকল্প অভিযান শুরু হয়, এরই অঙ্গ হিসেবে বামুটিয়া মহকুমার বিভিন্নস্থানে ২৯ই মে থেকে অভিযান শুরু হয়। বামুটিয়া ব্লক এলাকায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পথপরিক্রমা করে আজ আগরতলা পুরনিগম এলাকাতে প্রবেশ করে। এই দিন সকাল নয়টায় বড়জলা স্কুলে প্রথমে অভিযানের অনুষ্ঠান হয় পরে লক্ষামুড়াস্থিত পশ্চিম ভুবনবন এলাকাতে এই সংকল্প অভিযানের অনুষ্ঠান হয়।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। মহিলা স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা এবং ঐ এলাকার কৃষকরা সুসজ্জিত ভাবে র‍্যালি, শঙ্খ ধ্বনি ও উলু ধ্বনি এবং বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে সংকল্পের রথকে স্বাগত জানায়। উৎসাহ ও উদ্দীপনাময় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌর নিগমের নর্থ জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ মেয়র ইন কাউন্সিলর জগদীশ দাস, দুই নং ওয়ার্ড কর্পোরেটের শর্মিষ্ঠা বর্ধন এক নং ওয়ার্ড কর্পোরেটের মিত্রা রানী দাস মজুমদার বামুটিয়া কৃষি মহকুমার তত্বাবধায়ক রাজু রবিদাস নতুন নগর কৃষি আঞ্চলিক আধিকারিক অন্তরা চৌধুরী, ডাঃ সম্রাট চৌধুরী, ড. বিশ্বজিঞ দাস, সমাজসেবী দীনেশ বিশ্বাস, বিশিষ্ট কৃষক অমরচাঁন সরকার, আই, সি আর এবং কে ভি কে আধিকারিকগণ এই দিনের আলোচনার মধ্যে বিকশিত সংকল্প অভিযানের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

নর্থ জোনের চেয়ারম্যান উনার বক্তব্যে বলেছেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেন তার বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে এবং অন্নদাতাদের সম্মানের ক্ষেত্রে সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে এবং দেশের রাজ্যের কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকদের উন্নয়নে সরকার কৃষি দপ্তর এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক গুলি যৌথ ভাবে কাজ করতে হবে। এই ধরনের অনুষ্ঠানে লক্ষামুড়া এলাকার কৃষকরা খুবই উৎফুলিত। এইরকম সুন্দর অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। লক্ষামুড়া এ এম সি এলাকা হলেও বিরাট অংশের জনগণ কৃষি নির্ভর সুতরাং এইধরনের অনুষ্ঠান কৃষকদের জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে এটাই উপস্থিত কৃষকদের মন্তব্য। বৃষ্টি উপেক্ষা করে অন্নদাতাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জুন: রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের স্বল্পতা মেটাতে প্রতিনিয়ত প্রয়াস জারি রেখেছে বিভিন্ন সংগঠন থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তরগুলো। রক্তদান জীবন দান, রক্তের কোন বিকল্প নেই এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার দুপুর বারোটা থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী জানান, প্রায় ২৫ জনের মত রক্তদাতা রক্তদানের শিবিরে রক্তদান করতে আসে। সারা রাজ্যের রক্তের যে স্বল্পতা রয়েছে তাকে দূর করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। পিছিয়ে নেই বিভিন্ন সংগঠনগুলিও। সকলে একত্রিতভাবে এই ধরনের রক্তের সমস্যাকে নিরসন করতে এগিয়ে আসতে আহ্বান রাখেন তিনি।

নিখোঁজ যুবতীকে ফিরে পেতে প্রশাসনের দ্বারস্থ মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ জুন: কৈলাসহর মনুভ্যালী চা বাগান থেকে নিখোঁজ এক যুবতী। এব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা থানায় নিখোঁজ সংক্রান্তসুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কৈলাসহর মনুভ্যালি চা বাগান এলাকার এক যুবতি নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা অজিত বাউরীর মেয়ে প্রিয়া বাউরী(২০) গত শুক্রবার ওর নিজ ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর নেওয়ার পর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটি বর্তমানে সুইচ অফ দেখাচ্ছে। তবে তার নিখোঁজ হওয়ার কারণ জানা যায়নি। প্রিয়া বাউরীকে খুঁজে পেতে সোমবার দুপুরবেলা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয় প্রিয়া বাউরীর মা।

নিবেদিতা শিশু নিকেতনে শিক্ষক নিয়োগ ও দুটি স্কুল বাসের শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২জুন: আজ বক্সনগর সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে কলশীমুড়াস্থিত নিবেদিতা শিশু নিকেতন হাই স্কুলে একযোগে ১৩ জন নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ ও দুটি স্কুল বাস প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচিকে ঘিরে স্কুল চত্বরে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি ৪২ জন প্রার্থীকে নিয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয়। ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন বক্সনগর বিদ্যাজ্যোতি দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বক্সনগর আইএস এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির দুই সদস্যসহ মোট পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৩ জন প্রার্থীকে মেধার ভিত্তিতে রবিবার তাদের বিদ্যালয়ে ডেকে এনে একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হলুদ খাম দিয়ে নিয়োগপত্র প্রদান করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সম্পাদক তথা বক্সনগর বিধানসভার জনপ্রিয় বিধায়ক। এছাড়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিধায়কের নিজ উদ্যোগে দুটি নতুন স্কুল বাস প্রদান করা হয়। আজ তারই হাতে ফিতা কেটে বাস দুটি চালু করা হয়।বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ২৭ জন শিক্ষক ও ৭০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। দীর্ঘ ২৫ বছরের সুনাম ও ঐতিহ্য নিয়ে এই বিদ্যালয় এগিয়ে চলেছে। ছয় মাস পূর্বে নতুন সম্পাদক ও সভাপতি সহ নতুন পরিচালনা কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকে বিদ্যালয়ে একের পর এক নতুনত্ব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে আধুনিক ক্লাসরুম, কমিউনিটি টয়লেট, নতুন স্কুল ড্রেস,স্কুল বাউন্ডারি এবং এই শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম। বর্তমানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে আবুল কাসেম এবং টিচার্স ইনচার্জ হিসেবে আরফাত আহমেদ দায়িত্ব পালন করছেন। ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টি সিবিএসসি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন, সোনামুড়া মহকুমায় প্রথমবারের মতো কোনো স্কুলে বাস পরিষেবা চালু হলো, যা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব উদ্যোগ। বিধায়ক বলেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা পেলে এই স্কুলকে আগামী দিনে রাজ্যের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব।বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে সমাজের সবাইকে এই মহতী উদ্যোগে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সোনামুড়া শহরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দিল সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২ জুন: বর্ষাকাল আসতেই প্রকট হয়ে উঠেছে সোনামুড়া শহর ও শহরতলীর রাস্তাঘাটের কঙ্কালসার চেহারা। সোনামুড়ায় বিদ্যুৎ কখন আসে আর কখন যায় কেউ বলতে পারে না ? দিনের মধ্যে অন্তত ৩০ থেকে ৪০বার বিদ্যুৎ যায় আর আসে। পানীয়জল সরবরাহও হয়না নিয়ম মেনে। ড্রেন সংস্কার ও পরিষ্কারের অভাবে বৃষ্টি শুরু হতেই সোনামুড়া শহরের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে বিগত বছরগুলির মতই। জনজীবনের প্রয়োজনীয় সোনামুড়া শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সোমবার সোনামুড়ার মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলো সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটি। এই উপলক্ষে সোনামুড়া বাজারে এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় দলের তরফে।সেখানে উপস্থিত হয়ে সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক তথা সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সময় শহর ও শহরতলীর নালা সংস্কারের অভাব ও দীর্ঘ দিন যাবৎ চলতে থাকা মেলাঘর থেকে সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের শ্লথ গতি ও তার থেকে মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে নিয়ে সরব হন।

বিকেলে মহকুমা শাসকের নিকট ৭ সদস্যক প্রতিনিধি দল প্রদান করেন ডেপুটেশন। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম সিপাহীজলা জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অহিদুর রহমান। দাবি গুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন সোনামুড়ার মহকুমা শাসক রাজু দেব। কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক রতন সাহা , রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সুরেশ দাস প্রমুখ।

ধর্মনগর আদালত চত্বর থেকে পালাল কুখ্যাত ডাকাত, এক ঘণ্টার মধ্যে ফের গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ জুন: ধর্মনগর জেলা আদালতে আজ সকালেই ঘটে গেল এক নাটকীয় ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে গেলো কুখ্যাত ডাকাত ও দুষ্কৃতি সর্দার রাজিবুল আলম, যাকে মাত্র কয়েকদিন আগেই ৩১ মে ভোররাতে বহু চেষ্টার পর গ্রেপ্তার করেছিলো পুলিশ। প্রসঙ্গত, রাজিবুল আলম আদালত প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায়ও অভিযুক্ত ছিল। তার বিরুদ্ধে মামলার শুনানিতে আজ তাকে ধর্মনগর জেলা আদালতে নিয়ে এলে, অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে পুলিশের হেফাজত ভেঙে পালিয়ে যায় সে। এই ঘটনায় আদালত চত্বরে ও গোটা ধর্মনগর জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দেয় আতঙ্ক এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তবে ঘটনার পরপরই পুলিশ নড়ে চড়ে বসে। এক ঘন্টার মধ্যেই বিশেষ অভিযান চালিয়ে পলাতক রাজিবুল আলমকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজিবুল পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তাদের একাধিক টিম তৎক্ষণাৎ মাঠে নামে। তার অবস্থান চিহ্নিত করে দ্রুত ফের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দায়িত্বে গাফিলতির বিষয়টি তদন্তাধীন। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন রয়ে গেছে একজন কুখ্যাত ডাকাত কীভাবে প্রশাসনের সামনে থেকে এমন সহজে পালিয়ে যেতে পারলো। স্থানীয় নাগরিক সমাজের একাংশ পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বন্দি রক্ষার প্রোটোকল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। আদালত চত্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এমন নিরাপত্তায় ত্রুটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞমহল।

বটতলা মহাশ্মশানে পরিষেবা স্বাভাবিক, জানালেন মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ২ জুন : প্রবল বৃষ্টির কারণে গত দু'দিন ধরে সৎকার কাজে বিঘ্ন ঘটার পর অবশেষে সোমবার থেকে আগরতলার বটতলা মহাশ্মশানে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার আজ শ্মশান পরিদর্শন করে এই কথা জানান।

মেয়র দীপক মজুমদার সংবাদমাধ্যমকে জানান, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং একটানা বৃষ্টির কারণে গত শনি ও রবিবার বটতলা মহাশ্মশানে মৃতদেহ সৎকার কাজে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটেছিল। তবে আজ সোমবার থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছে। গ্যাস এবং বৈদ্যুতিন চুল্লিগুলি পুনরায় সচল হয়েছে এবং সৎকার কাজ স্বাভাবিক গতিতে চলছে।পরিদর্শনকালে মেয়রের সঙ্গে পুর নিগমের অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে শ্মশানের পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মেয়র দীপক মজুমদার বিস্তারিতভাবে সংবাদমাধ্যমকে এই বিষয়ে অবহিত করেন এবং সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন যে এখন থেকে সৎকার সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হবে না।

উদয়পুর এসডিএম অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলো তিপরা মথা যুব কর্মীরা

আগরতলা, ২ জুন: উদয়পুর এসডিএম অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলো ওয়াইটিএফ। ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে উদয়পুরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল পুলিশ বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তালা ঝুললো উদয়পুর এসডিএম অফিসে। এদিকে, গোমতী জেলা শাসক কার্যালয়ে তালা ঝুলাতে গিয়ে পুলিশ এবং তিপরা মথার যুব কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। তাতে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২৬ মে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সাথে অভব্য আচরণ করেছেন গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। পরের দিনই মথার যুব সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট গোমতী জেলার শাসককে অপসারণের দাবি জানালো ওয়াইটিএফ। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরই প্রতিবাদে আজ জেলা শাসকের অফিস সহ জেলার সব অফিসে তালা দেবার ঘোষণা দিয়েছে মথার যুব সংগঠন।

ইন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শরণার্থী শিবিরে মেয়র

আগরতলা, ২ জুন: ইন্দ্রনগর ৮ নং ওয়ার্ড ও ১৩ প্রতাপগড় ৪৩ নং ওয়ার্ড বন্যায় শরণার্থীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ অন্যান্য বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। সাথে ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, কাউন্সিলর শম্পা সেন সরকার সহ অন্যান্যরা। এদিন তিনি বলেন, আজ দক্ষিণ জয়নগরস্থীত রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বন্যা দুর্গতদের জন্য খোলা ত্রাণ শিবিরে আগরতলা ধলেশ্বর স্থিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে মঠের সন্মানিত সম্পাদক মহারাজ স্বামী শান্তনুনন্দ মহারাজজীর উপস্থিতিতে শিবিরে আশ্রিতদের মধ্যে খাবার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এই বিরূপ প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে যেকোনো সহায়তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে আহবান জানিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত রকমের সাহায্য করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ জুন: টানা বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমাও এর ব্যতিক্রম নয়। বৃষ্টির তীব্রতা ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে ধর্মনগর মহকুমার একাধিক অঞ্চল এখন বিপদের মুখে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহকুমাশাসক সজল দেবনাথ জানান, ধর্মনগর মহকুমার অধীন তিনটি ব্লক ও একটি পুর পরিষদ রয়েছে, ধর্মনগরের পুর পরিষদ এলাকার মধ্যে বেশ কিছু নিচু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে ব্লক এলাকায় বিশেষ করে কদমতলা ব্লকের কুর্তি, যুবরাজনগর ব্লকের বালিদুম ও মধ্য রাজনগর অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন। ইতিমধ্যে ১৭৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

মহকুমাশাসকের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত মোট ৮টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, যেখানে ১৩৯ জন মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আপদকালীন সহায়তার জন্য আপদা মিত্র, সিভিল ভলান্টিয়ার, ফায়ার সার্ভিস এবং টিএসআর-এর সমন্বয়ে একটি যৌথ বাহিনী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এদিকে, নদীর জলস্তরও বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। ১ জুন বিকেল ৪টায় ধর্মনগরের জুরি নদীর জলস্তর ছিল ২২.০৪ মিটার, যা বিপদসীমা (২২.০০ মিটার) অতিক্রম করেছে। একই সময়ে কাকরী নদীর জলস্তর ২২.৫৫ মিটার ছুঁয়েছে, যা বিপদসীমা (২২.৫০ মিটার) ছাড়িয়ে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উভয় নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে বাড়ছে, যা পরবর্তীতে আরও সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

এদিকে টানা কয়েকদিনের মুষলধারে বৃষ্টিতে উত্তর ত্রিপুরার কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। লাগাতার বর্ষণের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ নিম্নাঞ্চল জলের নিচে চলে গিয়েছে। এর জেরে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এক নম্বর ওয়ার্ডের মানিকনগর কলোনিতে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, ছোট-বড় মিলিয়ে মোট দশটি ছড়া ও তিনটি নদীর জল একযোগে প্রবেশ করেছে মানিকনগর এলাকায়। বিশেষ করে কুর্তি, থাল ও কয়লা নদীর জল উপচে পড়ে প্লাবিত করেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই জলাবদ্ধতার ফলে এখন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে। অনেক বাড়ির ভিতরে হাঁটুজল, আবার কোথাও কোমরসমান জল। এছাড়াও অধিকাংশ রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে গিয়েছে, যার ফলে এলাকা কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম দুর্ভোগ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত ত্রাণ বা উদ্ধারকার্যের তেমন কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এখন নজর প্রশাসনের দিকে— কবে পৌঁছাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী।নাগরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রশাসন পরামর্শ দিয়েছে, কেউ যেন নদীর ধার ঘেঁষে চলাফেরা না করেন এবং বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হলে অবিলম্বে নিকটস্থ ত্রাণ শিবির বা প্রশাসনিক দপ্তরে যোগাযোগ করেন। প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা প্রস্তুত রয়েছেন।

ধরিব মাছ, খাইবো সুখে...

ধর্মনগরের সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে উধাও ১৩ বস্তা চাল

আগরতলা, ২ জুন: ধর্মনগরের বটরশি স্থিত সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে রাতারাতি উধাও হয়ে গেল ১৩ বস্তা চাল। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও কীভাবে ঘটে গেল এই ঘটনা তা ঘিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে যখন তিনটি লরি চালক চাল ভর্তি গাড়ি গুদামে রেখে যায়। ওইদিন গাড়ি সহ চালের ওজন পরিমাপও করা হয় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু সোমবার সকালে যখন চালকেরা গাড়ি নিতে আসেন তখনই শুরু হয় গন্ডগোল। দেখা যায় দুটি গাড়ির পিছনের দড়ি খোলা রয়পছে। এরপর চালকেরা গাড়ি পুনরায় ওজন করলে দেখা যায় দুটি গাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেছে মোট ১৩ বস্তা চাল, যার পরিমাণ ৬.৫০ কুইন্টাল।

চালকদের অভিযোগ, তারা নিরাপত্তা কর্মীদের অনুমতি নিয়ে বৃষ্টির কারণে গাড়িগুলি গুদামে রেখে যায়। ভারী বৃষ্টিতে এলাকা জলমগ্ন থাকায় কয়েকদিন বাইরে বেরোতে পারেননি। কিন্তু আবহাওয়া স্বাভাবিক হতেই যখন সোমবার গাড়িগুলি আনতে আসেন তখনই চাঞ্চল্যকর এই চুরির ঘটনা।চালকদের কাছ থেকে খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে ধর্মনগর থানার এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর নিকুঞ্জ দেবনাথ সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। উল্লেখযোগ্য, যেসব গাড়ি থেকে চাল চুরি হয়েছে সেগুলির নম্বর হল টিআর০২এইচ১৬৪৭ এবং টিআর০২এইচ১৬১৪। গুদামের ইনচার্জ দীলিপ লিসমারা এবং নিরাপত্তাকর্মীরা অবশ্য চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি,কেউ তাঁদের ফাঁসাতে চাইছে।

নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে আটক তিন

আগরতলা, ২ জুন: নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে হেরিটেজ পার্ক এলাকায় পুলিশের জালে আটক কুখ্যাত তিন নেশা কারবারি। তাদের কাছ থেকে ৩৮৪টি ট্যাবলেট উদ্ধার করে এনসিসি পুলিশ।

এবিষয়ে এস ডি পিও সুব্রত বর্মণ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে হেরিটেজ পার্কের সামনে নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে আসবে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযান চালিয়ে মোট তিনজন নেশা কারবারিকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৩৮৪টি ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন, পরিতোষ বিশ্বাস, প্রদ্যোত দেবনাথ এবং কিশোর বর্মণ।

পশ্চিম জেলাশাসকের অফিসে বেবি ফিডিং রুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: সোমবার এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের অফিসে অত্যাধুনিক পরিষেবা যুক্ত বেবি ফিডিং রুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। ফলক উন্মোচন এবং ফিতা কেটে এই রুমের উদ্বোধন করা হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন, অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল দাস, এসিস্ট্যান্ট কালেক্টর দীপিকা গৌতম, বাস্তুকার অভিজিৎ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং মহিলা কর্মচারীরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas